

‘পতন শুরু, বিজেপিকে বাংলা থেকে দূর করব’

নিজস্ব প্রতিনিধি হুগলি, ১৯ এপ্রিলঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যভূঁড়ে ভোটের দামামা। এরই মধ্যে জেলায় জেলায় একের পর এক ঘটনা ঘটতেই থাকছে। রবিবার সভা মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের প্রতি সরাসরি কড়া বার্তা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। “গত পরশু মোদি বাবু লোকসভায় হেরেছেন। পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা সংখ্যালঘু সরকার। মাইনরিটি সরকার নিয়ে এত বড় অহংকার। লজ্জাও করে না। গভর্নমেন্ট-এর মেশিনারী দিয়ে দূরদর্শনকে দিয়ে পলিটিকাল ক্যাম্পেইন করেছে। আমরা ক্যাম্পেইন করব। বিহার জানাই। মহিলার জন্য তোমার এত দয়ামায়া। এ বার বলি মহিলা বিল পাস হয়েছিল ২০২৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। আমরা সবাই সমর্থন করেছিলাম। ৪৫০ এর বেশি ভোট পেয়েছিল। সেই মহিলা বিল আজ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি কেনও? নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও অমিত শাহ জবাব দাও বিজেপি পাটি জবাব দাও। আমাদের নামে মিথ্যা কথা বলছে? তোমরা কি করেছিলে মহিলা বিলটাকে আলাদা না করে মহিলা বিলের সঙ্গে তোমরা ডিলিমিটেশন যোগ করে দিয়েছিলে। অর্থাৎ বন্ধবন্ধ করা। নিজেরা হারবে জেনে এই পরিকল্পনা করেছিলে। তোমরা যদি মহিলাদের ভালবাসতে তাহলে মহিলাদের বিল যেটা পাস হয়ে গিয়েছিল সেটা চালু করতো। এটা মহিলা বিল নয় এটা ডিলিমিটেশন বিল। মহিলা বিল অলরেডি ২০২৩ সালে পাস হয়ে গিয়েছে। তাই কোনও দিন বিজেপি সেটা করবে না। আবার করুক সমর্থন দিয়ে দেব মহিলা বিলের জন্য। আমরা পুরোপুরি মেয়েদের সঙ্গে আছি।” রবিবার তারকেশ্বরের জনসভা থেকে এভাবেই বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন তিনি আরও বলেছেন, “আমরা বলি না, আমরা করি। একমাত্র রাজ্য বাংলায় আমরা লোকসভায় ৬৭ শতাংশ আমরা ইলেকটেড মহিলা রয়েছে। আমরা নাক কান মূলে নাকে খত দেওয়া উচিত। আমার বিধানসভায় ৪৬ শতাংশ মহিলা রয়েছে। তোমাদের পাটিতে দেখাও কত পারসেন্ট মহিলা রয়েছে। তোমরা ইলেকশনের টিকিট দাও না। দিলেও খুব কম দাও। হারা আসনে টিকিট দাও। মহিলাদের তোমরা কোয়ার করে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনি কি করে সোঝার থেকে যখন একটা রাজ্য ইলেকশন চলছে সরকারি মেশিনারী ইউজ করে

দূরদর্শনে পলিটিকাল ক্যাম্পেইন করেন? জাতীয় উদ্দেশ্যে ভাষন দিতে গিয়ে রাজনীতি করেছে। আপনাকে মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে।” পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, “ভোটের আগে চালাকি! শুধু মিথ্যা কথা বলে বলে পেরিয়ে যাবে আর দূরদর্শনে বক্তৃতা দেবে এমনকী স্কুল স্টুডেন্টদের কাছেও। লজ্জাও করে না বিজেপি পাটি থেকে সিবিএসসি স্কুলে প্রচার পত্র পাঠিয়ে বলা হয়েছে আমাদের সমর্থন করুন। আজকে মা বোনদের কাছে গিয়ে বলছে ফর্ম ফিলাপ করুন। তুমি বাজেটে টাকাটা দিলে না কেন। আমি বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা

মহিলাদের বলছে যা দিয়েছি ফেরত দাও। তোমরা কীভাবে মহিলাদের কেনা যায় বিক্রি করা যায় লাক্ষনা করা যায়। আমি বলে যাই মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন পাবেন আমাদের সরকার থাকলে। পাঁচ বছর পাবেন না একদিন তিন হাজার নবেন পরের দিন কিন্তু কোন স্কিম পাবেন না যাতে কোনও সুবিধা হবে। একুশে বলেছিলাম করব পাঁচ বছর পেয়েছেন টানা এখনও পাচ্ছেন ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১৭০০ করেছে। আজীবন পাবেন কোনওদিন মহিলাদের ভান্ডারে কেউ হাত দিতে পারবে না। কৃষক বন্ধুদের জন্য ১০০০০ টাকা মাসে দিই। ভাগ চাষী

বাজেট হবে। এবার ৩০ থেকে ৪০ পারসেন্ট আলু বেশি ফলন হয়েছে। আমরা যে ইনকাম ট্যাক্স করে তার বাড়িতেও ইডি রোড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবশীষ কুমারকে ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখেছে। প্রত্যেকটা কেস হবে। ছেড়ে কথা বলার লোক আমরা নই। তারপর আমরা যে সিকিউরিটি দেখেন, তার বাড়িতে সকাল থেকে রেড চলছে। তার মানে কি আপনারা আমায় খুন করতে চান! নাকি হত্যা করতে চান! আমাকে খুন করলে যদি আপনারা বাংলা পান চেষ্টা করে দেখুন। বাম আমলে অনেকবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে আর সেই

ডেডেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি করে দিয়েছি। তারকেশ্বরের উন্নয়নের জন্য ডেডেলপমেন্ট বোর্ড করে সব কাজ করে দিয়েছি। তারকেশ্বরে এক কোটির বেশি পুন্যার্থী আসেন। তাঁদের সব আরোজমেন্ট আমরা করে দিই। আমি বলব ভোলে বাবা পার লাগাও, ত্রিশূলধারী শক্তি যোগাও। এই জেলায় রাজা রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র নাগ এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রেমোৎসব নাথ মিত্র আমার বাড়ির ছয় সাতটা বাড়ির পর থাকতেন। আমরা যার জন্য গর্ব করি। এখানে তারকেশ্বর কামারপুকুর ফেরহা শরীফ ব্যান্ডেল চার্চ থেকে মাহেশের রথ জয়রামবাটী সবকিছু এক একটা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান। আলু বীজ তৈরি করার কেন্দ্র আমরা গবেষণাগার তৈরি করেছি।” মমতা আরও বলেন, “বিজেপি ক্ষমতা আসলে ১৫ লক্ষ করে টাকা মানুষের অ্যাকাউন্টে দেবেন বলেছিলেন। কেউ পাননি। ওই টাকা আপনাকে ফেরত দিতে হবে। আপনাকে পদত্যাগ করা উচিত। পদত্যাগ করুন বা না করুন লোকসভায় রায় হয়েছে এই সরকার টিকবে না। ২৬ এই পতন শুরু হয়ে গেছে। পরশুদিন আমাদের ৮ জন যেতে পারেনি, ইলেকশনে ব্যস্ত ছিল। শিবসেনা ও যেতে পারেনি। সবাই গেলে সংখ্যাটি প্লাস করলে দেখুন বিজেপি গো হারা হারবে। আগামী দিনে হারিয়ে দেবো। বাংলাটা খালি জিতিয়ে দি। বাংলাকে টার্গেট করে দিল্লি কে টার্গেট করব। আগামী দিন আমরা দুয়ারে স্বাস্থ্য করব। রুকে রুকে টাউনে টাউনে ডাক্তার আসবে আপনার শরীর চিকিৎসা করবে। আমরা অনেক প্রকল্প করেছি মোদি একটাই করেছিল বেটি বাটাও বেটি পড়াও। আর এখন বলছে বেটি বাটাও বেটি বাটাও। এ দিন সভা মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের প্রতি কড়া বার্তা নেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারোর কোনও ইগো আমি দেখতে চাই না। মা বোনো কোনও ফর্মে সই করবেন না। আমার নাম করে বললেও করবেন না। আপনাকে চিট করতে পারে।” এদিন তারকেশ্বরের বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে কলাইকুড় এলাকার একটি সেন্ট্রাল কামপ্লেক্সে দলীয় সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, তারকেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রামেশ্বর সিংহ রায়, সিঙ্গুরের প্রার্থী বোমারাম মাস্তা, হরি পালের প্রার্থী করবী মাস্তা প্রমুখ।

‘অনেক জেলায় খাতা খুলবে না তৃণমূল’

বেলদার সভা থেকে ভবিষ্যদ্বাণী মোদির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেলদা, ১৯ এপ্রিলঃ রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের আর হাতে গোনা ঠিক তিন দিন বাকি। এই চূড়ান্ত মুহুর্তে রবিবার বাংলায় ঝোড়ো প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিনভর ম্যারাথন চারটি জনসভা করার পর পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় এসে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করলেন, তাতে নতুন করে অঙ্ক কষতে শুরু করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মোদির সাফ দাবি, এবার এমন কিছু জেলা থাকবে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস একটিও বিধানসভা আসন জিততে পারবে না অর্থা আশু জেলাটিই হবে ‘তৃণমূল শূন্য’। বেলদার সভামঞ্চ থেকে এদিন আত্মবিশ্বাসের সুর ধরা পড়ে প্রধানমন্ত্রীর গলায়। সাধারণত জনসভা থেকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আগাম কোনও কথা বলা মোদির স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু এদিন সেই প্রথা ভেঙে তিনি বলেন, “আমি আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এবার

কাজের হিসাব চাইবেন। এই ভয় থেকেই তৃণমূল মহিলাদের স্বপ্নের ‘গলা টিপে’ ধরছে বলে তাঁর অভিযোগ। নিজের জনমোহিনী প্রচারের অন্যতম অস্ত্র ‘মোদি গ্যারান্টি’র কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। ভোটারদের আশুস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমি যে গ্যারান্টি দিছি তার মানে হল, সেই কাজ পূরণ হওয়ার গ্যারান্টি। আমরা কাছে তো আপনারা সবাই একেকজন মোদি। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান, তাঁরা যেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোদির এই উন্নয়নের গ্যারান্টির কথা পৌঁছে দেন।” দিনের শেষে বেলদার এই সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কোনও কোনও জেলা থেকে শাসক দলের সম্পূর্ণ সাফ হয়ে যাওয়ার এই দাবি কি কেবলই রাজনৈতিক কৌশল, নাকি এর গভীরে অন্য কোনও সমীকরণ লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। সব মিলিয়ে প্রথম দফার



পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, এমন কিছু জেলা থাকবে যেখান থেকে তৃণমূল একজনও বিধায়ক পাবে না। পুরো জেলাতেই পদ্ম ফুটবে।” তাঁর দাবি, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে যার সঙ্গেই তাঁর দেখা হচ্ছে, সে-ই একাকাকো বলছে - ‘এবার বিজেপি আসছে’। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এদিন বেলদার সভা থেকেও মহিলা সংরক্ষণ বিল ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূলকে ‘মহিলাবিরোধী’ তকমা দিয়ে তিনি বলছেন, “সংসদে মহিলাদের জন্য ৬৩ শতাংশ সংরক্ষণের ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল সেই আইন পাস হতে দেয়নি। এর ফলে বাংলার মা-বোনদের রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগকে বর্ষাপ্রস্তু করা হয়েছে। মোদির মতে, শাসক দল আসলে ভয় পাচ্ছে যে, এই আইন কার্যকর হলে প্রামগঞ্জের সাধারণ মহিলারা সরাসরি বিধানসভায় গিয়ে সরকারের

ভোটের ঠিক ৭২ ঘণ্টা আগে মোদির এই আক্রমণাত্মক মোজাজ বিজেপি কর্মীদের যেমন অজ্ঞজেন জোগালো, তেমনই শাসক শিবিরের জন্য তৈরি করল বাড়তি চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার, ও মে-র ফলাফল মোদির এই ‘জেলা-শূন্য’ ভবিষ্যদ্বাণীকে কতটা সমর্থন করে। উল্লেখ্য এদিন ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে নির্বাচনী জনসভা শেষে হেলিপ্যাডে ফেরার পথে মোদি রাজ কলেজ মোড়ের একটি রাস্তার ধারের দোকানো আচাকা দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর একটি দোকান থেকে মুড়ি কিনে খেতে শুরু করেন। সেই সময়ে আবার দোকানি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি পোঁয়াজ খান কিনা। মোদি মুচকি হেসে জবাব দেন, ‘পোঁয়াজ খাতে হায়’। ‘পোঁয়াজ খান কিনা বলেন, তিনি পোঁয়াজ খান কিনা। মোদি মুচকি হেসে জবাব দেন, ‘পোঁয়াজ খাতে হায়’। তারপর দেখা যায়, বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ খাবার, ঝালমুড়ি বেশ আরাম করছে খান মোদি। ওই সময়ের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং জনসংযোগ স্থাপন করেন।

‘দিল্লির নেড়িকুত্তা হওয়ার চেয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হয়ে মরা ভাল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম ও পানিহাটি, ১৯ এপ্রিলঃ ভোট যুদ্ধের আবহে মেদিনীপুরের মাটি থেকে ফের স্বভোজজে ধরা দিলেন অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্য সেই নন্দীগ্রাম। যেখানকার ভোট সমীকরণের দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য। রবিবার নন্দীগ্রামের জনসভা থেকে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী এবং সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চড়া সুরে আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মঞ্চ থেকে অভিযেকের হুজুর, দিল্লির নেড়িকুত্তা হয়ে থাকার থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হয়ে মরা অনেক ভাল। তাঁর সাফ কথা, “নন্দীগ্রামের মানুষ কোনওদিন অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায়নি, আর এবারও তারা দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেনে।”

সভা থেকে সরাসরি বিধতে ছাডেননি অভিযেক। বয়সের তুলনা টেনে তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী, আপনার বয়স আমার দ্বিগুণ। বাংলায় বেশ গরম পড়ছে, আপনি দয়া করে মাথটা ঠান্ডা রাখুন। মনে রাখবেন, গণতন্ত্রে ক্ষমতা শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনতা।” শুভেন্দু অধিকারীকে নাম না করে



আক্রমণ করেন তিনি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওটা গুস্তাগিরির অভিযোগ নস্যায় করে অভিযেক পাণ্টা বলেন, তৃণমূলের কোনও গুস্তা নেই। আসল সত্যিটা হল, এই এলাকার সবকে বড় গুস্তারা এখন সব বিজেপিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। একইসঙ্গে এনআইএ-সিবিআইয়ের ভয় নিয়ে মা-বোনদের আশুস্ত করে তাঁর বার্তা, এনআইএ-সিবিআই নিয়ে ওরা রামনবমী করছে। আর তৃণমূল জিতলে মানুষের ঘরে পরিষেবা পৌঁছাবে।” প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তিনি বলেন, “গরম পড়ছে, মাথা ঠান্ডা রাখুন।” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও এই

নোটস ছাড়া বাদ নয় একটিও নাম, কড়া অবস্থান ট্রাইবুনালের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ প্রথম দফা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা সংশোধন ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ ট্রাইবুনালের। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সম্মুখে গঠিত বেঞ্চ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করেছে নোটস জারি করে সংশ্লিষ্ট ভোটারের বক্তব্য শোনার সুযোগ না

কারণ সম্পর্কিতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। পাল্পমেস্টারি তালিকা ও বিশেষ গণকল্পে সংশোধন পর্বন্ত যেসব মামলার নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে, তাদের নাম সাপ্পমেস্টারি তালিকা হিসেবে প্রকাশিত হবে। এই তালিকায় নাম থাকা নাগরিকরা ভোটদানের সুযোগ পাবেন। তবে সেই তালিকায় পৃথকভাবে কোনো



দিয়ে কোনওভাবেই ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। কমিশন সূত্রে খবর, পোটালি আবেদনকারীর এনুমারেশনে ফর্ম এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে। যদি আবেদনকারীর লিঙ্গ তাঁর বাবা বা মায়ের সঙ্গে প্রমাণিত হয়, তবে বিচারপতিরা দেরি না করেই মামলার নিষ্পত্তি করছেন। লগ-ইন করে প্রতিদিন ১০টি করে মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিচারপতিরা পোটালে ২ হাজার ক্যামেরার মধ্যে প্রতিটি মামলার ‘রিজেক্ট’ বা ‘এলও’ করার

‘ডিলিটেড’ ভোটারের নামের উল্লেখ থাকবে না। এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার চলাকালীন বেশ কিছু নথিপত্র ও আবেদন খতিয়ে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিচারপতিরা। তথ্যানুসারে, তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের একটি বড় অংশের মধ্যে মহিলারা রয়েছেন। এই বিষয়টি ট্রাইবুনালের নজরে আসার পর প্রতিটি ক্ষেত্রে নোটস পাঠানোর নির্দেশ আরও গুরুত্ব পেয়েছে, যাতে প্রশাসনিক গাফিলতিতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম অন্যায্যভাবে তালিকা থেকে বাদ না যায়।

আসছে সুপার এল নিনো, কলকাতাকে মরুভূমি বানিয়ে দেবে?

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ এখন তো সবে ট্রেলার চলছে। আসল সিনেমা শুরু হবে মে মাস থেকে। এবার গরমে আক্ষরিকভাবেই জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে। আসছে সুপার এল-নিনো। এর প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়বে। বইবে তাপপ্রবাহ। এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতেই পড়তে চলছে। এই বছরের দ্বিতীয়ভাগে আসছে ‘সুপার এল নিনো’। এর প্রভাবে প্রচণ্ড গরম পড়তে চলছে। তাপপ্রবাহ হবে। কয়েক ঘণ্টাপাতের পরিমাণ। কলকাতায়

স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হবে। এই নিনো হল একটি আবহাওয়াগত ঘটনা, যেখানে মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বেড়ে যায়। এর প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ বিশ্বের একাধিক অংশে গরম ও শুষ্ক জলবায়ু তৈরি হয়। পৃথিবীর আবহাওয়ার একটি বড় অংশ নির্ভর করে প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রার উপর। এই মহাসাগরের জলের উপরিভাগ ঠান্ডা হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে ‘লা নিনা’। এর



প্রভাবে অতিবৃষ্টি বা তীব্র শীতের সাক্ষী হয় পৃথিবী। আবার প্রশান্ত মহাসাগর যদি উষ্ণ হয়ে যা তাকে বলা হয় ‘এল নিনো’। এর প্রভাবে অনাবৃষ্টি, খরা, প্রবল তাপপ্রবাহ হয়। মৌসম ভবনের রকম আগেই বলা হয়েছিল, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনের মতো দেশ, যেখানে জনসংখ্যা বাকি দেশের তুলনায় অনেকটা বেশি, সেখানের নাগরিকরা তীব্র গরমে কষ্ট পেতে চলছেন বিশ্ব ঊষ্ময়নের কারণে। দীর্ঘ সময় ধরে গরমকাল চলেছে। অর্থাৎ যে কয়েক মাস গ্রীষ্মকাল বলে পরিচিত, তার তুলনায় অনেক বেশি দিন গরম থাকবে। বর্ষা ভারতের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষিকাজের জন্য ও জলাধারগুলি ভর্তি করার জন্য ৭০ শতাংশ বৃষ্টিপাতের দরকার। যদি বৃষ্টি কম হয়, তাহলে ফসল কম হবে। চাপ বাড়বে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপরে। এমনকী, বিদ্যুতের ঘাটতির কারণে লোডশেডিংয়ের মতো সমস্যাও আবার ফিরতে পারে। গরম বাড়লে এসি, কুলারের চাহিদা অনেক বাড়বে। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকলে, সেক্ষেত্রে এসি-কুলারের দামও অনেক বাড়তে পারে।

স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হবে। এই নিনো হল একটি আবহাওয়াগত ঘটনা, যেখানে মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বেড়ে যায়। এর প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ বিশ্বের একাধিক অংশে গরম ও শুষ্ক জলবায়ু তৈরি হয়। পৃথিবীর আবহাওয়ার একটি বড় অংশ নির্ভর করে প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রার উপর। এই মহাসাগরের জলের উপরিভাগ ঠান্ডা হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে ‘লা নিনা’। এর প্রভাবে অতিবৃষ্টি বা তীব্র শীতের সাক্ষী হয় পৃথিবী। আবার প্রশান্ত মহাসাগর যদি উষ্ণ হয়ে যা তাকে বলা হয় ‘এল নিনো’। এর প্রভাবে অনাবৃষ্টি, খরা, প্রবল তাপপ্রবাহ হয়। মৌসম ভবনের রকম আগেই বলা হয়েছিল, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনের মতো দেশ, যেখানে জনসংখ্যা বাকি দেশের তুলনায় অনেকটা বেশি, সেখানের নাগরিকরা তীব্র গরমে কষ্ট পেতে চলছেন বিশ্ব ঊষ্ময়নের কারণে। দীর্ঘ সময় ধরে গরমকাল চলেছে। অর্থাৎ যে কয়েক মাস গ্রীষ্মকাল বলে পরিচিত, তার তুলনায় অনেক বেশি দিন গরম থাকবে। বর্ষা ভারতের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কৃষিকাজের জন্য ও জলাধারগুলি ভর্তি করার জন্য ৭০ শতাংশ বৃষ্টিপাতের দরকার। যদি বৃষ্টি কম হয়, তাহলে ফসল কম হবে। চাপ বাড়বে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপরে। এমনকী, বিদ্যুতের ঘাটতির কারণে লোডশেডিংয়ের মতো সমস্যাও আবার ফিরতে পারে। গরম বাড়লে এসি, কুলারের চাহিদা অনেক বাড়বে। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ না থাকলে, সেক্ষেত্রে এসি-কুলারের দামও অনেক বাড়তে পারে।

কেদারনাথে

হেলিকপ্টার পরিষেবার

প্রস্তুতি সম্পন্ন, ২২

এপ্রিল থেকে শুরু



কেদারনাথ, ১৯ এপ্রিল : কেদারনাথ ধাম তীর্থযাত্রার জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হখেছে। কৌদারনাথ উপত্যকার গুপ্তকাশী, ফাটা এবং সেরসির হেলিপ্যাডগুলি থেকে ২২ এপ্রিল এহে হেলিকপ্টার পরিষেবা শুরু হবে। উত্তরাখণ্ড বেসামরিক বিমান চলাচল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মোট আটটি হেলিকপ্টার কোম্পানিকে পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে।জেলা পর্যটন ও হেলিকপ্টার পরিষেবা নোডাল অফিসার রাহুল চৌবে বলেন, ২২ এপ্রিল থেকে হেলিকপ্টার পরিষেবা শুরু হবে। আটটি কোম্পানির হেলিকপ্টার গুপ্তকাশী, ফাটা এবং সেরসি থেকে চলাচল করবে। সোনপ্রয়াগ এবং কেদারনাথের এটিসি আধিকারিকরা পাইলটদের সরাসরি তথ্য জানাবেন। গুপ্তকাশী এবং ফাটা থেকে মোট ২৪টি করে শাটল ফ্লাইটের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সেরসি থেকে ৬২টি শাটল ফ্লাইটের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যে কোনও অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেন।

তীব্র গরমে ওড়িশার তিন জেলায় স্কুল-অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র সাময়িক বন্ধ

ভুবনেশ্বর, ১৯ এপ্রিল : তীব্র গরম ও তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির জেরে ওড়িশার অঙ্গুল, খুরদা ও দেবগড় জেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্কুল ও অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।রবিবার প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, খুরদা ও দেবগড় জেলায় ২০ থেকে ২৬ এপ্রিল এবং অঙ্গুল জেলায় ২০ থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে কা্যকর করা হয়। পাশাপাশি, নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি সকালে আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পড়ুয়াদের পক্ষে দুপুরের তীব্র গরম এড়ানো সম্ভব হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের পর্যাণ্ড জল পান করা এবং অপ্রয়োজন রোদে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস মহিলাদের বিরুদ্ধে নয়ঃশশী পাণ্টা প্রতিক্রিয়া রিজিডুর

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসনবৃদ্ধি সংক্রান্ত ১৩১-তম সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় ভোটায়ুটিতে পাস হয়নি। এরপরই কংগ্রেসকে নারী-বিরোধী আখ্যা দিনিয়ে বিজেপি। এরই প্রেক্ষিতে শনিবার কংগ্রেস সাংসদ শশী থাকর বলেন, আমরা নারীদের বিরুদ্ধে নই। আমরা আজও নারী সংরক্ষণকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা এর বিরোধিতা করেছি। আপনারা এর মধ্যে সীমানা পুনর্বিন্যাসকে কেন জড়াতছেন? সীমানা পুনর্বিন্যাস একটি ভিন্ন বিষয়এবং এর সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রশ্ন জড়িত, যানিয়ে একটি গভীর আলোচনা হওয়া উচিত। অবিলম্বে নারী সংরক্ষণ বাস্তবায়ন করুন, এটিকে আলাদা করুন, চলতি সংসদ অধিবেশনেই তা করুন এবং গভীর আলোচনার পর সীমানা পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।এদিকে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, কংগ্রেস এবং বিরোধী দলকে দেশের নারীদের রোয়ের সম্মুখীন হতে হবে। তাদের উপর যে কালো দাগ পড়েছে তা আর কখনও মুছে যাবে না। সংসদ ও বিধানসভায় নারীদের আসন দেওয়ার এই বিলটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বিল। এর বিরোধিতা করার কারণ কী হতে পারে? এটি ছিল দেশের জন্য একটি কালো দিন বলে মনে করা হয়।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সঠিক বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা করার পরেও স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ত্রাসের রাজত্বের অবসান হতে চলেছেঃনরেন্দ্র মোদী

বাঁকুড়া, ১৯ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির জন্য বাংলার মহিলারা কেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধা পান না, বাঁকুড়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির জন্যই বাংলার মহিলারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সুবিধা পান না। বাংলায় বিজেপি সরকার গঠিত হলে দরিদ্ররা বিনামূল্যে রেশন পাবেন এবং কেউ তা আপনারদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। বিজেপি সরকারের অধীনে, স্থায়ী বাড়ি তৈরিতে সাহায্য করার জন্য মহিলারা পিএম আবাস যোজ্ঞার মাধ্যমে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাবেন। বর্তমান সরকার এখানে অন্যায্যভাবে আয়ুশ্মান যোজ্ঞনা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলেই মহিলাদের পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মাতৃ শক্তি ভরসা কার্ড' নিয়ে এখন বেশ আলোচনা চলছে। বাংলার প্রত্যেক বোন এটি নিয়ে খুব খুশি এর মাধ্যমে বাংলার প্রত্যেক বোন প্রতি বছর ৬৬,০০০ টাকা পাবেন। এখানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে গর্ভবতী মহিলাদের ২১,০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। সন্তান জন্মালে কেন্দ্রীয় সরকার বোনদের ৫,০০০ টাকা সহায়তাও দেবে। মেয়েরা শিক্ষার জন্য ৫০,০০০ টাকা সহায়তা পাবে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, তৃণমূলের ত্রাসের রাজত্বের অবসান হতে চলেছে, বিজেপি-র

বিশ্বস্ত সেবার যুগ আসছে। ৪ মে কী ধরনের ফলাফল প্রত্যাশিত, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তৃণমূলের বড় নেতাদের কথায়। কলকাতায় তৃণমূলের বড় নেতার হুমকি, তাদের গুণ্ডামির ভাষা, তাদের যানযানানি আর কালাকাটি, এটাই চোঁটা মে-র আগের এক্সিট পোল।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, যারা এতদিন বাংলার মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছিল, তারাই এখন বাংলার বাঘের গর্জনে ভীতা। এই বাংলার বাঘই হলো বাংলার মানুষ। এখন বাংলার মানুষ গর্জন করছে – আমরা আর সহ্য করব না, আমরা এই নিষ্ঠুর সরকারকে উখাত করব। আমি তৃণমূলের সব গুন্ডা, সিভিকেন্ট এবং দলীতিবাজ ব্যক্তিদের থেকে একটি সুযোগ দিচ্ছি। ২৯ এপ্রিলের আগে

ঘাটালে শ্যামলী সর্দারের সমর্থনে প্রচার দেবের



নিজস্ব প্রতিনিধি,ঘাটাল, ১৯ এপ্রিল : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী সর্দার-এর সমর্থনে জোরকদমে প্রচারে নামলেন অভিনেতা-সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। রবিবার তাঁর একাধিক কর্মসূচিকে ঘিরে ঘাটালে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পার মতো।এদিন দেবের সভা অনুষ্ঠিত হয় ইডুপালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, যা বর্তমানে বিজেপি পরিচালিত। প্রতিপক্ষের শক্ত ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে তিনি তৃণমূলের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষকে তৃণমূল প্রার্থীর পাশে থাকার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, উন্নয়নের প্রস্তাব বিভাজন নয়, বরং মানুষের পাশে থাকাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।ইপালার সভার পর দেব সৌঁধান রায়ানগর এলাকায়। সেখানে প্রিয় তারকাকে একবালক দেখতে উপড়ে পড়ে ভিড়া। প্রবল ভীরে কারণে মঞ্চে ওঠা কটিন এর পড়লে তিনি গাড়ির ওপর দাঁড়িয়েই বক্তব্য রাখেন।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হাত শক্ত করতে এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন বজায় রাখতে শ্যামলী সর্দারকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান দেব বলে তিনি জানান।

বিরুধুনগরের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর আশঙ্কা

বিরুধুনগর, ১৯ এপ্রিল : তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলার কট্টনারপাড়িতে রবিবার দুপুরে একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও মৃতের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি। ঘটনায় অন্তত ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে শ্রমিকরা কাজ করার সময় আচমকাই কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দমকল ও পুলিশ দ্রুত

ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কারখানার চারটি ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দ প্রায় ১০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত।এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে করেন তিনি এদিনে।

৪ মের পর বাংলায় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত, কংগ্রেস সভাপতির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহে ক্রমশই বাছে উত্থাপ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই পরিস্থিতিরই প্রতিফলন দেখা গেল কলকাতা প্রেস ক্লাব-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, যিনি রাজ্যের রাজনীতিতে আসন্ন বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁকে পুষ্পসম্বর্ক দিয়ে স্বাগত জানান প্রেস ক্লাবের সহ-সম্পাদক তিনিই মালাকাধর। মখে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সূরা। নিজের বক্তব্যের সূচনায় শুভঙ্কর সরকার হালকা রচিকতার মাধ্যমে নিজের ভাঙা গলার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং সেটিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ‘ পড়া’ পরিহিততার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক কটাক্ষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।এরপর তিনি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু-র অবদানের

কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ভারতের গণতন্ত্রকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁ। করাতে কংগ্রেসই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।এসআইআর ইস্যুতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি দাবি করেন, ভোটাধিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার একটি কৌশল, যা উদ্বেগজনক।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে শুভঙ্কর

রাজনীতিতেও প্রবেশ করুক। কিন্তু সংসদে কী ঘটেছে তা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। তৃণমূল আবারও বাংলার বৈশ্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, এই সেই তৃণমূল কংগ্রেস, যারা অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রতিটি আইন ও নিয়ম ভঙ্গ করে। এই সেই তৃণমূল কংগ্রেস, যারা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রদানে লিপ্ত। এই তৃণমূল সংবিধানের চেতনাকে কঠরোধ করতে লিপ্ত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন সারা বিশ্ব রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জি-কে সম্মান জানায়, কিন্তু আদিবাসী-বিরোধী তৃণমূল তাঁকে অপমান করে। এখানে বাংলায়, যখন রাষ্ট্রপতি জি এসেছিলেন, সারা দেশ দেখেছে তৃণমূল কীভাবে তাঁকে অপমান করেছে। বাংলার বৈশ্বেরা রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অপমান কখনও ভুলবেন না।তৃণমূলকে ভৎসর্না করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার মহিলারা ৬৬ শতাংশ সংরক্ষণ চেয়েছিলেন। মোদী তা নিশ্চিত করেছিলেন। বাংলার মহিলারা চেয়েছিলেন ২০২৯ সাল থেকে এটি কার্যকর হোক। মোদী এর জন্যও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তৃণমূল চায়নি যে বাংলার আরও মেয়েরা বিধায়ক ও সাংসদ হোক, কারণ বাংলার মেয়েরা তাদের ‘মহা জঙ্গল রাজ’-কে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল। তাই তৃণমূল, কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহিলাদের জন্য ৬৬ শতাংশ সংরক্ষণের আইনটি পাস হতে বাধা দিয়েছিল।

নিজ নিজ থানায় আত্মসমর্পণ করুন, কারণ ৪ মে-র পর আর কেউ পালানতে পারবে না।অন্যদিকে মহিলাদের ৬৬ শতাংশ সংরক্ষণ নিয়ে সংবিধান সংশোধন বিল পাস না হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বাঁকুর বিক্ষুণ্ণরের বিজয় সংকল্প সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপির পরিচয় নারী ক্ষমতায়ন ও নারীর সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত। সেই কারণেই দেশের প্রতিটি রাজ্যের বোনেরা ও মেয়েরা বিজেপিকে পরম আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন। আমরা চাই একটি বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা আরও প্রসারিত হোক এবং আরও বেশি সংখ্যক মেয়ে

ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড ২০২৬ খেতাব জয় গোয়ার সাধ্বী সাইলের

ভুবনেশ্বর, ১৯ এপ্রিল : ভুবনেশ্বরে আয়োজিত ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ২০২৬-এর ৬১তম সংবর্সরে গ্র্যান্ড ফিনালে গত শনিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়। সেই মঞ্চেই গোয়ার সাধ্বী সাইল ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড ২০২৬-এর খেতাব জিতে নেন।

এই জয়ের মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্র তি নিধিস্ব্ করবেন।এই প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্রে রাজনন্দিনী পওয়ার ফার্স্ট রানার-আপ এবং অহৈতা সেকেন্ড রানার-আপ হন। ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই বিজয়ীর নাম দেশজুড়ে আলোচনায় উঠে এসেছে। ভুবনেশ্বরের কেআইআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের থিম ছিল কানেক্টিং দ্য ডিউস-ডিউস অফ দিস সয়েল। এই থিমের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐক্যকে মঞ্চে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়।গত বছরের নভেম্বর মাসে দেশজুড়ে ট্যালেন্ট হাটের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতা

কোনার্ক সূর্য মন্দির পরিদর্শন কর্মসানশনিবার ১৫তম অনুষ্ঠানটি সমাপন করেন মনশী পল ও সারা ডায়াস। পাশাপাশি জুবিন নট্টিয়াল, লরেন গটলিব ও ঈশান খট্টরের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিচারক মণীলীতে ছিলেন জিনাত আমান, মধুর ভান্ডারকর, দূতি চাঁদ, নেহা ধূপিয়া, টেরেল লুইস, সেলিনা জেটলি ও আমাল মালিক।এই আয়োজন আবারও প্রমাণ করল, ভারতের তরুণীরা সৌন্দর্যের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার জোরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেকেের শক্তিংশালী অবস্থান তৈরি করতে প্রস্তুত।

খানাকুলের আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেন

হুগলি, ১৯ এপ্রিল :খানাকুলে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেন। রবিবার তিনি খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন।এদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করেন।

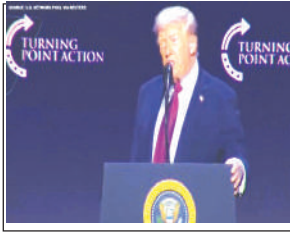
প্রচারের সময় এলাকাবাসীদের থেকে সাড়া পেয়ে যথেষ্ট আশাবাদী সাদ্দাম হোসেন।তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই জঙ্গলরাজ আর চলতে পারে না, পরিবর্তন হলেই প্রচারে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী বলেই জানান এদিনে।

সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দেশবাসীকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ এপ্রিল : সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দেশবাসীকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে এক্ষ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উষব আমাদের পূণ্যকর্ম, দান ও সেবার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই উৎসব সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক। সকলে যেন পরমানন্দ লাভ করেন, এটাই একান্ত প্রার্থনা।হিন্দুশাস্ত্রমতে অত্যন্ত শুভফলদায়ী এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি তিথি হল অক্ষয় তৃতীয়া। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হিসাবে পালিত হয়। বিশেষ এই দিনটির মাহাত্ম্য হল, যে শুভ কাজই শুরু করা হোক না কেন তা অক্ষয় হয়ে থাকে। জ্যোতিষীদের মতে এই বছরের অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হতে চলেছে চলতি বছরের অক্ষয় তৃতীয়া।অক্ষয় তৃতীয়া দিনটি সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দিন হিসেবে গন্য হয়। এই দিনে বাংলা নববর্ষের মতেই হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে।

ইজরায়েল কঠিন লড়াই করে ও জিততে জানেঃডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ এপ্রিল : ইজরায়েলের ভূমসী প্রশংসা করলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইজরায়েলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ট্রাম্প মন্তব্য করেছেন, ইজরায়েল কঠিন লড়াই করে ও জিততে জানে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের ‘ টুথ সোশ্যাল’ অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে লিখেছেন, মানুষ ইজরায়েলকে পছন্দ করুক অথবা না করুক, তাঁরা আমেরিকার এক মহান মিত্র হিসেবে নিজেকেের প্রমাণ করেছে।ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও জানান, তাঁরা সাহসী,



নিভীক, অনুগত এবং বুদ্ধিমান। সংঘাত ও চাপের মুহূর্তে অন্যরা নিজেদের আসল রূপ দেখিয়ে দিলেও, ইজরায়েল কঠোরভাবে লড়াই করে এবং কীভাবে জিততে হয় তা জানে।

অস্ত্রোপচারের পর স্থিতিশীল পবন কল্যাণ, আরোগ্য কামনা প্রধানমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ ও নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : অস্ত্রোপচারের পর এখন স্থিতিশীল রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। রবিবার সকালে এক্ষ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কুশল জানতে চেয়েছি। তিনি অসাধারণ সাহসী এবং আমি নিশ্চিত তিনি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাঁর সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।উল্লেখ্য, ১৮ এপ্রিল (শনিবার) হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হব পবন কল্যাণের। অস্ত্রের খবর, গত শুক্রবার সকালে আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন পবন কল্যাণ। তিনি গত কয়েক মাস ধরে স্বাস্থ্য



সমস্যায় ভুগছিলেন। ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি শুক্রবার নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য চিকিৎসকরা এমআরআই স্ক্যান-সহ একাধিক পরীক্ষা করেন। রিপোর্ট গুলি পর্য্যালোচনার পর মেডিকেল টিম অস্ত্রোপচারের সুপারিশ করে। শনিবার চিকিৎসকরা সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। জানানো হয়, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে খবর সূত্র জানা গেছে।

ঝাড়গ্রামে জনসভা শেষে ঝালমুড়ি খেলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ঝাড়গ্রাম, ১৯ এপ্রিল : রবিবার নির্বাচনের প্রচারে ঝাড়গ্রাম সফরে এসে এক ভিন্ন মেজাজে ধরা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঝাড়গ্রামের জনসভা শেষ করে জেলিপাড়ার দিকে রওনা দেওয়ার সময় শহরের কলেজ মোড়ে হঠা করেই গাড়ি থামন। তিনি।এরপর নীরাপত্তা বেন্ী পেরিয়ে রাস্তার ধারের একটি ছোট দোকানে গিয়ে বাংলার জনপ্রিয় খাবার ঝালমুড়ির স্বাদ নেন প্রধানমন্ত্রী। কাগজের চৌঙায় পরিবেশিত ঝালমুড়ি খেতে দেখা যায় তাঁকে।এই দৃশ্য বহু মানুষ মোবাইলে তুলে রাখেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যাওয়ার এই ছবি রাজনৈতিক মহলে

বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। রাজনৈতিক কর্মসূচির ফাঁকে এমন স্বতঃস্ফূর্ত জনসংযোগের মাধ্যমে আবারও আলাদাভাবে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। ঝাড়গ্রামের এই মুহূর্ত ইতিমধ্যেই রাজনীতির আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বলে জানি।

দান্তেওয়াডায় ২২ এপ্রিল শিশু-কিশোরদের সঙ্গে আলাপচারিতা করবেন শচীন তেড্ডুলকর



দান্তেওয়াড়া, ১৯ এপ্রিল : শচীন তেড্ডুলকর আগামী ২২ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় সফরে আসছেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই সফরে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই । তাঁর আগমনকে ঘিরে জেলাজুড়ে উষ্যসহরে পরিবেশ তৈরি হয়েছে।এই সফরে তিনি ফিল্মনার, পোতালি ও জাওন্দা-সহ একাধিক এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নবেন। বিশেষ করে গ্রামীণ ও আশ্রমের স্কুলের ছাত্রছাত্রী, খেলায়াড় এবং প্রশিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন।জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রশাসনের মতে, এই সফর জেলার শিশু-কিশোরদের জন্য অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক হবে এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম জোগাবে।উল্লেখযোগ্য, দান্তেওয়াডায় শচীন তেড্ডুলকরের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে খেলাধুলার প্রসারে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২৫টারও বেশি স্কুল ও আশ্রমে খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সফরকালে তিনি এই প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে দিকনির্দেশনা দরেনা।এছাড়াও, সম্প্রতি তাঁর ফাউন্ডেশনের একটি দল ছত্তিশগড়ে দুই দিনের সফরে এসে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছে।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেসঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন নতুন আইডিয়া আর এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি নিজেকে নতুন প্রজেক্ট বা লক্ষ্য গুলোর দিকে এগোতে দেখবেন। আপনার লিডারশিপ ক্ষমতা সবাই চিনবে, আর মানুষ আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে।
বৃহঃ শারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। তা।ছাড়া করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। অর্থ ব্যয় হবে মিথুনঃ আজকের দিনটা খুবই ইতিবাচক দেখাচ্ছে। এটা আপনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন সম্পর্ক গড়ার সময়। শুভদিন কর্কট রাশিঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
সিহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। বিবাহের প্রাের।
কন্যাঃ কোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সম্ম্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হ্রদয় উজা। কিশে দিতে চাইবেন। শুভ দিন হবে বৃশ্চিকঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। আপনি আপনার ভালো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আপনার কাছে। কর্শ্বশ্লে সহকর্মীদের সঙ্গে মিল রেখে চলা আপনার জন্য লাভজনক হবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল দিন, বিশেষ করে মানসিক শান্তির জন্য কিছুক্ষণ মেডিটেশন বা যোগাসান করার চেষ্টা করুন।
ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সু ওদর সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বিশেষ কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে ধনুঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেমীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সচিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।
মকরঃ যদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং ঠিক অত্থিক সেই প্রয়োজনে অগ্রাহ্যত দেবে।
কুন্তঃ আজকের দিনটা বিশেষ। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে আর আপনি নতুন আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্সপিরেশন পাবেন। পুরনো একটা প্রজেক্ট শেষ করার সময় এসে গিয়েছে, যেটা আপনার জন্য শান্তি নিয়ে আসবে। এই মুহূর্তে আপনার রিলেশনশিপে ভাল সময় থাকবে।
মীনঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং টিকভাবে বিশ্রাম নিন। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। আপনি যার সঙ্গে থাকেন তার সঙ্গে বিতর্ক শুরু না করার জন্য সতর্ক থাকুন-যদি কোন দ্বন্দ্বমূলক ব্যাপার থেকেও থাকে তাহলেও তা ভদ্রভাবে সমাধান করা উচিত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আরও বাড়বে গরম। একইসঙ্গে বৃদ্ধি পাবে অর্ধতাজনিত অশুষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার দিন লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে বাড়বে তাপমাত্রা। তবে, দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলায় কালবৈশাখীও সম্ভাবন। রয়েছে। হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি, ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তরবঙ্গে আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সেখানে তাপমাত্রার হেরফের হবে না।শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমি বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে গরম বাড়বে। আগামী চার দিন তাপমাত্রা বাড়বে ও থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পরে তিন দিন তাপমাত্রার হেরফের হবে না। পূর্কলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে গরমের জন্য জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ওই জেলাগুলিতে ভ্যাপসা গরমের সতর্কতা রয়েছে। পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে সোমবারও। কলকাতায় আপাতত কালবৈশাখী সম্ভাবনা নেই। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ষাভবিধির থেকে ১.৯ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৩শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভাটা ১১টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা।
ভাটা-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট।
সূর্যঃউদয় :সকাল ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারবেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৬মিনিটে হতে পারে।

চলে গেলেন ষাটের দশকের বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক, গবেষক ড. নিরেন্দ্র হাজারা



দূরস্বভাৱা, অভিজিৎ হাজারা, আমতা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিলঃ দীৰ্ঘ রোগভোগের পর গত ১৫ এপ্রিল রাত্রি ১০ টা ২৮ মিনিটে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ অগণিত গুণমু্ক। নিম্নোক্ত মহাশয়ানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নিরেন্দ্রুবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে এম.এ এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ, গ্রামের বেশ কয়েকটি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার পর পুরাশ - কানপুর হরিলাস নন্দী মহাবিদ্যালয়ে ২২ বছর অধ্যাপনা করেন। বাটের দশকের অন্যতম কবি হিসেবে তিনি নিজেছে তুলে ধরেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি, বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক একটি গবেষণা গ্রন্থ এবং ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে ‘দেনা-পাওনা’, ‘কানুলিওয়ালা’, ‘দুই বিধা জমি’, শীর্ষক সফল নাট্যরূপ দেন। যেগুলি তৎকালীন সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। আকাশবাণী আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্ত্য্যানে কথিকা পাঠে অংশ নেন। তিনি প্রবাসী, পরিচয়, দৈনিক বসুমতী, সপ্তাহ, সত্যপুণ, একক, দেশ, কৈতকী সহ অজস্র পত্র-পত্রিকায় লেখেন। হাওড়ার গ্রামীণ এলাকা উদয়নারায়ণপুর থেকে ‘অঞ্জলি’ নামে প্রথম প্রিন্টেড ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। যে পত্রিকাটি দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিল। এছাড়া ‘শম্পা’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। উদয়নারায়ণপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে বহু ছাত্র-ছাত্রীদের কবি,সম্পাদক, সাংবাদিক হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও চেন্নাই রাইটার্স এসোসিয়েশনের ফেলো মেম্বর ছিলেন। পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন সন্মান, কবি দিশেশ দাস স্মারক সন্মাননা ও চেন্নাই আন্তর্জাতিক রাইটার্স সন্মানসহ বহু সন্মান।

আমরা কথা বলবো

কলম নিয়ে এডুকেশান

নিয়ে তৈসিফুর রহমান

দূরস্বভাৱা, সৌরভ দাশ,বরিসহাট, ১৯ এপ্রিলঃ হৃদ খেলা গাড়িতে কম্বী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রচারে সানিল বরিসহাট উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী তৈসিফুর রহমান। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে আগামী ২৯ তারিখ ভোট বরিসহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে। শেষ দশ দিনের প্রচারে কোমরেকম খামতি রাখতে চাইছেন না কোনো প্রার্থী হ। এদিন হুড খোলা গাড়িতে কম্বী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বরিসহাট উত্তরের আমলানী পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জনসংযোগ সারলেন বরিসহাট উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তৈসিফুর রহমান। আমলানি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে তৃণমূল প্রার্থী কে অভ্যর্থনা জানান তৃণমূল কম্বী সমর্থক সহ গ্রামবাসীরা। তৈসিফুর রহমান কে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপচারিতা সারান হাসানাবা দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আসলাম গাজী, ব্রক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এসকেদার গাজী, ধনঞ্জয় মন্ডল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রার্থীকে কাছে পেয়ে নিজগোত্র বিভিন্ন ভাভাব অভিযোগের কথা জানান গ্রামবাসীরা। তৈসিফুর বলেন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বরিসহাট উত্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে ও মানুষের কথা শুনেও বরিসহাট উত্তর বিধানসভার সমস্ত নেতৃত্ব আমরা পাশে আছি। তিনি বলেন,আমরা মানুষের পাশে থেকে যেভাবে কাজ করছি মানুষ তাতেই আশ্রমে ভেট দিবে। মানুষের ক্ষোভ বিবেদ্ধ থাকবেই সেটাকে নিয়েও আগামীদিনে কাজ করতে হবে। তৈসিফুর উল্লেখ করেন একটা মহিলাই এস.আই.আর নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গেছেন, রামা ঘরে যে আটক হলে এল.পি.জি নিয়ে তাতেও একটাই দল পথে নেমেছে,বিরোধীরা কোথাও ই নেই,তারা মানুষের পাশে নেই। বিরোধীদের উল্লেখ করে তিনি বলেন,দঅপনি কথা বলেন মন্দির নিয়ে মসজিদ নিয়ে আমরা কথা বলবো কলম নিয়ে এডুকেশান নিয়ে। বিরোধীরা প্রথর রোদের মধ্যেও তাকে বহিরাগত বলে প্রচার করছে সেসবে আমল না দিয়ে, ও ই মের পরে তৈসিফুর রহমান বাহিরের ছেলে কিভাবে মানুষের সাথে থাকবে সেটা সবাই দেখে নেবে বলে আশ্বস্ত করেন প্রার্থী। আগামীদিনে এই বিধানসভা এলাকায় মহিলা বি.এড কলেজ সহ একাধিক পরিকল্পনাও জানান তৈসিফুর তার কথায়,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আবার আসছেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে,কাজ আমরা করবো মানুষ আমাদের সাথেই আছেন।

নিউটাউনে খালের ধারে পড়ে কয়েকশো আধার কার্ড, কোথা থেকে এল ?

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ এপ্রিলঃ নিউটাউন আর কয়েকদিন পর বিধানসভার ভোটগ্রহণ। তার আগে নিউটাউনে খালের ধার থেকে উদ্ধার হল কয়েকশো আধার কার্ড। কোথা থেকে এই আধার কার্ড খালের ধারে এল, তা নিয়ে শোরগোল পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এসআইআর কাজে নিযুক্ত বিএলও কার্ডগুলি খালের ধারে ফেলে গিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসলে নিউটাউন থানার পুলিশ। এদিন নিউ টাউনের সুলংগুড়ি দক্ষিণপাড়া খালের

ধারে বস্তাবন্দি হয়ে পড়েছিল আধার কার্ডগুলি রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের জ্যাড়া হাতিয়ারা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরাদনগর এলাকার বাসিন্দারা বস্তাটি দেখতে পান। বস্তা খুলতেই কয়েকশো আধার কার্ড দেখা যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আধার কার্ডগুলি খতিয়ে দেখেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন, আধার কার্ডগুলি এলাকারই লোকজনের। অর্থাৎ আধার কার্ডগুলো সুলংগুড়ি দক্ষিণপাড়া এলাকারই বাসিন্দাদের। কিন্তু, এলাকার বাসিন্দাদের আধার কার্ডগুলি খালের ধারে ফেলে গেলেন কেন?

আগামী ২০ দিন ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম ! ভোটের মুখে কর্মীদের কাছে গেল আই-প্যাকের ই-মেল

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : ভোটবসে সাময়িকভাবে অফিস থেকে কাজ বন্ধ করল আইপ্যাক। আপাতত অফিস নয়, বাড়ি থেকে কাজের জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সুব্রের খবর। আগামী ২০ দিন কর্মীদের অফিসে না আসার নির্দেশ। সুব্রের খবর, আইনি ব্যাঘ-ব্যধকতার কথা উল্লেখ করে কর্মীদের অফিসে না আসার কথা বলা হয়েছে। করা হয়েছে ই-মেল। ১১ নম্বর পর ফের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে ই-মেলে। ইতিমধ্যেই কলকাতা প্যচার মামলায় নাম জড়িয়েছে আইপ্যাকের। চলতি সপ্তাহেই ইডি-র হাতে গ্রেফতার করা হয়েছে আইপ্যাকের কর্তা কর্তা ভিক্টোর চান্ডলিক। তা নিয়েও জোর শোরগোল চলছে রাজ্য-রাজনীতির আঁঙ্গিনায়। ৮ জানুয়ারি কলকাতায় আইপ্যাকের রফতরে তল্লাশি চালায় ইডি। অন্যদিকে এই মামলায় ইতিমধ্যেই আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের



করবে না, নিচে বসে করবে সেটা তাঁদের ব্যায়াগর। কিন্তু ভোটকুশলী সংস্থা ভারতে অনেক আছে। আইপ্যাক তাঁদের মধ্যে বড় নাম। কিন্তু যখন কোনও ভোটকুশলী সংস্থা কোনও রাজনৈতিক দলের পাঠ হয়ে যায়, যেভাবে ওদের নাম কয়লা পাটার, কানো টাকায় জড়িয়ে যায় তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

শিবপুর কেন্দ্রে জমে উঠল রবিবাসরীয় প্রচার। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন তৃণমূল প্রার্থী রানা

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল : শিবপুর কেন্দ্রে জমে উঠল রবিবাসরীয় প্রচার। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন তৃণমূল প্রার্থী রানা, বিজেপি প্রার্থী প্রচারে বেরিয়ে কোনো বাজরে মাছ কেটে চমক দিলেন। এদিন সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি বর্ণাঢ্য ভোট প্রচারে অংশ নেন। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আট নম্বর ওয়ার্ডের কাশীপুর তরুণ দল ক্লাবের সামনে থেকে এদিনের প্রচার শুরু হয়। এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে জনসংযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী। রাস্তার দু’ধারে অসংখ্য মানুষ প্রার্থীকে দেখার জন্য ভিড় জমান। এদিন তৃণমূল প্রার্থী রানা চ্যাটার্জী কোথাও শিশুদের কোলে তুলে নেন। তাদের আদর করেন। ছোট ছোট কচিকানীদের আবদারে সেলফি তোলেন। বয়স্ক মানুষের আশীর্বাদ নেন। এদিনের বর্ণাঢ্য প্রচারে মহিলা ঢাকী, রংপা, ধামসা মাদল, মাথায় কলস নিয়ে আদিবাসী নৃত্য সহ বাংলায় বিজেপি সংস্কৃতিতে প্রচারে তুলে বরা বহ। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা সন্থ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



সেলফি তোলেন। এর পাশাপাশি ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে পুকুর ও আন্ত জলাশয় বেগুনোদের প্রতিবাদে সোমোলা মিডিয়ায় সরব হন। এদিন রঞ্জনীল বলেন, আমরা মেছো বাঙালি, মাছে-ভাতে থাকা বাঙালি। বাঙালির পাতে বাংলার মাছ আসুক এটাই আমরা চাই। যেন অন্য রাজ্যের উপর মাছের জন্য আমাদের মৎস্যজীবীদের নির্ভর করতে না হয়। অথচ তৃণমূল সরকার এই বলে অপপ্রচাচা চালাচ্ছে যে, ব্রিজেপি এলে বাংলায় মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তৃণমূলের এই অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান রঞ্জনীল।

হাওড়া জেলায় বর্তমান জলাভূমি সংক্রান্ত সমস্যা

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল : অভিজিৎ হাজারা, আমতা, হাওড়া হাওড়া জেলায় বর্তমানে জলাভূমি দূষণ এবং জলাশয় বরফদম্বের পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালের বর্তমান রিপোর্ট এবং পরিবেশবিদদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শিল্পাঞ্চল এবং নগরায়ণ,এই দুইয়ের চাপে জেলার প্রাকৃতিক জলধারা ও জলাভূমিগুলি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। এর কারণ গুলো হলো -
১। জলাভূমি ভরাট ও জ্বরদখল বর্তমানে ডোমডুমু ও জলাভূমিগুলি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। সর্ভরাগিছা এবং উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন অংশে ব্যাপক হারে জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ সামনে আসছে। বেআইনি নির্মাণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নিচু জমি বা বিল ভরাট করে বাণিজ্যিক গুদাম বা বহুল আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় িন ট্রাইব্যুনালে জমা পড়া রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলার বেশ কিছু মৌজায় সরকারি আইন লঙ্ঘন করে জলাভূমিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রূপান্তর করা হয়েছে। নগরায়ণ ও বিশেষ করে সাত্তরাগাছি এবং বালি সংলগ্ন অঞ্চলে নগরায়ণের চাপে ছোট-বড় প্রচুর পুকুর ও জলাশয় বিলুপ্তির পথে। শিল্প ও বর্জ্য দূষণ ও হাওড়া মেহেতু একটি প্রাচীন শিক্ষাঞ্চল, তাই এখানকার জলাভূমিগুলোতে রাসায়নিক ও কঠিন বর্জ্যের প্রভাব অনেক বেশি। তলল বর্জ্য ও হাওড়া পৌরনিগম ও পার্শ্ববর্তী পুরসভা এলাকা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৯১০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর একটি বড় অংশ ছোট অপরিশোধিত নদ্রার জল সরাসরি জলাশয়ে মিশছে। প্লাস্টিক ও রাসায়নিক এবং কারখানাগুলোর রাসায়নিক মিশ্রিত জল এবং প্লাস্টিক বর্জ্য ড্রেন হয়ে খাল ও বিলে গিয়ে পড়ায় জলের গুণমান নষ্ট হচ্ছে, যা জলাজ জীববৈচিত্র্যের জন্য চরম বিপদ ডেকে আনছে। ৩। সাত্তরাগাছি বিলের বর্তমান অবস্থা
হাওড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি সাত্তরাগাছি বিল পরিযায়ী পাখিদের জন্য বিখ্যাত। শেবাল



লোকালয়ে এদের মৃত্যু হতে দেখা যাচ্ছে। জলমগ্নতা ও প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থা (জলাভূমি) কমে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই হাওড়ার নিচু এলাকাগুলোতে জল জমার সমস্যা তীব্র হচ্ছে। ৫। সরকারি পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা (২০২৬) ও পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জেলা পরিবেশ পরিকল্পনা ২০২৬ হাওড়া জেলা পরিবেশ পরিকল্পনা অনুযায়ী, নিকাশি নালাগুলো থেকে জল সরাসরি জলাশয়ে পড়ার আগে তা পরিশোধনের জন্য নতুন I&D (Interception and Diversion) এবং STP প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। কঠোর আইন ও বেআইনি পুকুর ভরাট রুখতে স্থানীয় ব্লক ও পৌর প্রশাসনকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং NGT-র হস্তক্ষেপে বেশ কিছু বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সারসংক্ষেপ ও হাওড়ার জলাভূমি নাট্যতে এখন দরকার সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং সরকারি প্রকল্পের দ্রুত ও সচ্ছ বাস্তবায়ন। তা না হলে এই ‘শিবনগরী’ ভবিষ্যতে এক ভয়াবহ জলসংকটের সম্মুখীন হতে পারে।

প্রচারে এসে কয়লা মافیয়ারাজ নিয়ে সরব জি কিসান রেড্ডি

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : ভোটপ্রচারে বসে এসে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী জি কিসান রেড্ডি। দুদিনের সরসরটির প্রথম দিন থেকেই পরিচি দুল্লীতি, কালো মافیয়া এবং অনুপ্রবেশের মতো স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে শাসকবলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। এদিন মন্ত্রী অভিযোগ করেন, একসময়ে শিল্লের জন্য রাস্তা দেশে বিখ্যাত বাংলা আজ তৃণমূলের ‘মافیয়ারাজ’-এর প্রাতিধে ঝুঁকছে। রেড্ডির কথায়, ‘কয়লায় প্রতিটি মেট্রিক টন থেকে টাকা আয়লা করে তৃণমূল। এই সিঁড়িফটের কারণেই কোলিয়ারি এলাকায় উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও পৌছয়নি। মافیয়ারাজের সরাসরি মদত দেয় তৃণমূল সরকার।’ তিনি জানান, বাংলার মানুষ পরিশ্রমী হলেও রাজনীতির নোংরামির কারণে এখানে শিল্পায়ন থাকছে গেছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়, বাংলা ক্রমাগত



বিগ্নিত হচ্ছে বলে তিনি তোপ দাগেন। সবশেষে, উন্নয়নের স্বার্থে রাজনীতির উর্ধ্বে ওতার আহ্বান জানিয়ে রেড্ডি বলেন, ‘বাংলার প্রতিটি প্রান্তে প্রকৃত বিকাশ পৌঁছানো প্রয়োজন, যা বর্তমান সরকার দিতে ব্যর্থ।’ নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ জ্বালালে।

এই নিয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ওইই আধার কার্ডগুলি আমাদের পাড়ারই বাসিন্দাদের। প্রায় তিনশো আধার কার্ড ফেলা হয়েছে দ এসআইআর কাজে নিযুক্ত স্থানীয় বিএলও-কে অভিযুক্ত করে তিনি বলেন, ‘আমাদের বিএলও কার্ডগুলি খালের ধারে ফেলেছেন। আমরা থানায় খবর দিয়েছি।’ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় নিউটাউন থানার পুলিশ। কিন্তু, স্থানীয় ওই বিএলও কেন আধার কার্ডগুলি খালের ধারে ফেলবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গত বছরের নভেম্বরের শুরুতে বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেন। সেইসময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা শোনা যায়। এমনকী, সীমান্ত পারাপারের জন্য উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিড় দেখা যায়। ফলে এদিন আধার কার্ড উদ্ধারের পর নানা জল্পনা ছড়ায়। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বস্তাবন্দি আধার কার্ডগুলি এলাকার বাসিন্দাদেরই। এখন পুলিশ তদন্তে কী উঠে আসে, সেটাই দেখার।

ভোটের ডিউটিতে এসে মৃত্যু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের

দূরস্বভাৱা, মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিলঃ ভোটের ডিউটি করতে এসে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমা শাসকের অফিসে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এর নাম প্রদীপ মন্ডল (৪৪)।প্রদীপবাবু ডোমকল মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত ছিলেন। তার উপর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ২০২৫ সালে তিনি ডব্লিউ বি সি এস এক্সিকিউটিভ কাডারে উন্নীত হয়েছিলেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোলাবা এলাকার বাসিন্দা প্রদীপবাবুর মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি সম্প্রতি বাড়িতে মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। ওই আধিকারিক সম্বন্ধি সোনারপুরে নিজের আর একটি বাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন। গুজবার নিজের বাড়ি থেকে ফিরে এসে কর্মস্থলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ওই আধিকারিক মহাকাশা শাসকের গেন্ট হাউসের একটি ঘরেই থাকতেন। সুব্রের খবর শুক্রবার রাতেও তিনি স্নান অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু সে কথা কাউকে জানাননি। শনিবার সকাল থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তিনি মহকুমা শাসকের গেন্ট হাউসে কর্মরত কোয়ারটেকারকে বিষয়টি জানান। এরপরই প্রদীপবাবু সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তাররা ইন্সজি করে জানান তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ডোমকল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে বহরমপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য আনা হচ্ছিল কিন্তু দোলাতাবাদের কাছে তাঁর শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে এবং তিনি অতেনত হয়ে পড়েন। প্রদীপবাবুর সহকর্মীরা এরপর তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুব্রের খবর ওই সরকারি আধিকারিকের প্রেসার, সুগার ছাড়াও আরও নানা ধরনের অসুস্থতা ছিল। নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের হঠাৎ মৃত্যুর খবরের শোকের ছায়া নেমে এসেছে প্রশাসনিক মহলে।

কংগ্রেসের হারানো দুর্গ পুনরুদ্ধারে লড়াই প্রচারে ঝড় তুলছেন তপন দাস

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আমতা, ১৯ এপ্রিল : ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের টাটকা ভাজজতে হাওড়া জেলার ১৮১ নং আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। একসময়ের কংগ্রেসের এই শক্ত ঘাটি পুনরুদ্ধারে এবার মরিচা হয়ে ময়লানে নেমেছেন দলীয় প্রার্থী তপন দাস। দীর্ঘ এক দশকের বাম-কংগ্রেস জোটের প্রথা ভেঙে এবার কংগ্রেস আমতা সহ রাজ্যের প্রায় সব আসনে এককভাবে লড়াই করছে। প্রার্থী তপন দাসের সমর্থনে আমতার কল্যাণপুর, সার্বসিটি, বাইনানা সহ বিভিন্ন এলাকায় নিবিড় জনসংযোগ ও ছোট ছোট পথসভা চলছে। প্রার্থী এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সাথে কথা বলছেন। প্রচারে মূলত বেকারত্ব দুরীকরণ, গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলিকে হাতিয়ার করছে কংগ্রেস শিরি। ২০২১ সাল পর্যন্ত এই আসনটি কংগ্রেসের প্রার্থী নতো আঁতি নিয়েই দেখা ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এই আসনে প্রথমবার জয়ী হয়। এবার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনাই কংগ্রেসের কাজ বড় চ্যালেঞ্জ। আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ২৯শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে।

অভিষেকের জনসভার মাঠ পরিদর্শনে বিদায়ী তৃণমূল প্রার্থী

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৯ এপ্রিল : বিধানসভার নির্বাচনের উপাণ চলছে রাজ্যে। ভোটের প্রচারে ভিআইপিরা এখন জেলায় জেলায়। আর ভোট ঘোষণার সাথে সাথে জেলায় জেলায় ভোটের প্রচারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তারা। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একাধিক সভা ইতিমধ্যে করেছেন। আগামী বুধবার জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাসের সমর্থনে বকুলতলা থানার গড়দেওগানি পঞ্চায়েতের মোল্লারকে নির্বাচনী জনসভায় আসছেন অভিষেক। আর রবিবার নির্বাচনী প্রচারের মাঠে জনসভার মাঠ পরিদর্শন করলেন বিশ্বনাথ দাস। এদিন তিনি জনসভার মঞ্চের কাজ করতানি এগানোে তা ঘুরে দেখেন। কথা বলেন বিভিন্ন আধিকারিকের সাথে। এদিন তার সাথে ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বর।

কালনায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা, নির্মলা সীতারমনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ

দূরস্বভাৱা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৯ এপ্রিলঃ কালনা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবপ্রসাদ বাগের সমর্থনে পূর্ব বর্ধমানের কালনা দু’নম্বর ব্লকের মিরহাট কোলের মাঠের শিরিষতলায় এক বিশাল জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার আয়োজিত এই জনসভা থেকে তিনি তৃণমূল নেতৃত্বকে অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কালনার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে সভা করতে এসে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান বিভিন্ন কার্ড বিতরণ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেই প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, ‘উনি অর্থমন্ত্রী না অর্থমন্ত্রী, সেটাই বুঝতে পারছি না। বেআইনিভাবে কার্ড বিলি করে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেছেন।’ তিনি স্পষ্ট ভাষায় নেতৃত্বকে বলেন, ‘এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনতে হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, ‘যারা ওই কার্ড নিয়েছেন, তারা জেনে রাখুন: এটা ভাঙতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনাদের নাম, ঠিকানা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সবকিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছে।’এমনকি আপনারা যে দলী, ভাঙার পান, সেটাও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।’ এখানেই প্রবন্ধে থাকােনি মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও একহাত নেন তিনি। অভিযোগ করেন, দুর্দশ্রণের মতো সরকারি মাধ্যমকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার চালানো হচ্ছে। তার কথায়, ‘মহিলা ভোট পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছে বিজেপি। আসল উদ্দেশ্য হলো দেশ এবং রাজ্যকে ভেঙে ছাড়ার পরিকল্পনা।’ তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানান, ‘আগামী দিনে বিজেপির সরকার আর থাকবে না।’ পাশাপাশি বিজেপির প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যর্থতাকেও তুলে ধরে তিনি বলেন, তরুর শুধু কণা দেয়, কিন্তু কথা রাখে না।’ সব মিলিয়ে, কালনার এই জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক ব্যর্থ ছুঁড়ে দেওয়া হলো, যা আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্নান করতে এসে গঙ্গায় তলিয়ে গেল ছাত্র, দেহের খোঁজে চলছে তল্লাশি

দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ এপ্রিল : বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করছে এসে জলে ডলিয়ে গেল ছাত্র, দেহের খোঁজে চলছে তল্লাশি। রবিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে বালির বারেন্দ্রপাড়া ঘাটে। ওই ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলে জানা গেছে। হাওড়ার বালি বিধানসভা এলাকার লিলুয়া দাসপাড়ার বাসিন্দা ওই ছাত্রের নাম হর্ষ চৌধুরী। এদিন সকালে হর্ষ তার বন্ধু হর্ষদীপ সিংহের সঙ্গে সকাল সাটটা নাগাল বালির বারেন্দ্রপাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নামে। জলের টানে হর্ষ চৌধুরী ভেসে যায়। আর বন্ধু হর্ষদীপ সিংহ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেষ্টা করলেও বাঁচতে পারেনি। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, দু’জনের কেউই সাতার জানতো না। বন্ধুর চিৎকারে ঘাটে ছুটে আসে এলাকার লোকজন। খবর যায় হর্ষের বাড়িতে। আসে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালির তৃণমূল প্রার্থী কৌশল মিশ্র। তিনি থানার সাথে কথা বলে ছাত্রটিকে উদ্ধারে সহায়তা করেন। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের লোকেরা এসে শোঁজাখুঁজি শুরু করলেও দুপুর পর্যন্ত শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী দেহ উদ্ধার করা যায়নি। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল সিং বলেন, শুধুহেটি বন্ধুকে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছিল। সে সময় গঙ্গায় জোয়ার ছিল। হর্ষ চৌধুরী জলে নেমেছিল। আর তার বন্ধু হর্ষদীপ পাড়ে বসেছিল। জোয়ারের জলের টানে বন্ধুকে তলিয়ে যাবে দেখে হর্ষদীপ বাঁামোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তারপর আমরা খবর পেয়ে এখানে আসি। প্রশাসনকে জানানো হয়। থানার বড়বাবু এসেছিলেন। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম এসেছে। কিন্তু এখনও ছোটোটা দেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এই প্রথম ওরা এখানে স্নান করতে এসেছিল। ওদের বাড়ি থেকে এই গঙ্গার ঘাট অনেকদূর।

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা সম্মেলন হয়ে গেল জয়নগরে



দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৯ এপ্রিল : আর কয়েকদিন পরে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার বিকালে জয়নগর টাউনের বন্ধন কমপ্লেক্সে হয়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা সম্মেলন। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদিকা উর্মিলা মন্ডল, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উৎপল দও, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুপ্রীতি কুন্ডু, জয়নগর বিধানসভার মিডিয়া ইনচার্জ মধুসূদন দাস, জয়নগর বিধানসভার কে অডিটোর রুপ্মা দাস সহ আরো অনেকে। বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের কাছে গিয়ে কিভাবে ভোট চাইতে হবে। কিভাবে ভোট পরিচালনা করতে হবে, যুব মোর্চার কাজ কি সে বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। আর এদিন বিজেপি প্রার্থী অলোক হালদার ক্ষমতায় এসে সাধারণ মানুষ কি কি সুবিধা পাবে, বঞ্চিত জয়নগর বিধানসভার মানুষ কি পাবে তা তুলে ধরেন প্রার্থী নিজেই। এদিন যুবশক্তি ভরসা কার্ড তুলে দেওয়া হয় সকল কম্বী সমর্থকদের হাতে।

ছাড় নেই কিছুতেই! সন্দেহ হলেই সরানো হবে বোরখা-ঘোমটা



দূরস্বভাৱা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : বহিারের নির্বাচনের সময় বোরখা বা ঘোমটা পরা মহিলা ভোটারদের পরিচয় যাচাই নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যা নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে দৃষ্টিছিল আরজেডি। তবে স্বচ্ছভাবে ভোট পরিচালনার জন্য সেই পহুই এবার বাংলার জন্য লাও করবে কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অমৃত সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছে। বস্ত্রত, অনেক সময়ই দেখা যায় ছাড়া দেওয়া জন্য বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় নেন অনেকে। কখনও বোরখা পরে ভিতরে ঢুকে ছাড়া কখনও বা মুখ অবধি ঘোমটা দিয়ে বুথের ভিতরে ঢুকে যান। কিন্তু এবার সেটা হবে না। কমিশন বলছে, এবার ভোটে যদি বোরখা বা মাথায় ঘোমটা দিয়ে আসেন আর তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাঁর পরিচয় কিন্তু খতিয়ে দেখা হবে। যেহেতু প্রতি বিএলওর সঙ্গে মহিলা থাকছেন সেই মহিলা অফিসার গিয়ে পরীক্ষা করবেন। এবারের ভোটে কোনও রকম ফাঁক-ফোকড় থাকবে না, নিরাপত্তা নিয়ে আগেই বলেছিল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, এই মুহুর্তে রাজ্যের প্রায় সব বুথই স্পর্শকাতর। এর মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার অতি-স্পর্শকাতর বুথ। যার মধ্যে প্রথম দফায় ভোটে হতে চলা ১৫০টি বুথ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে কমিশন। বুথ জ্যামিৎ চেকাতেও নেওয়া হয়েছে একছদ্ম সিদ্ধান্ত। বুথের ভিতরে ও বুথের বাইরে সরে সিসিটিভি ক্যামেরা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৯ সংখ্যা, সোমবার, ৬ বৈশাখ, ১৪৩৩

বাংলার রূপকথার লেখক

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (জন্ম ১৫ এপ্রিল ১৮৭৭ – মৃত্যু ৩০ মার্চ ১৯৫৭) ছিলেন বাংলার খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক ও লোককথার সংগ্রাহক, যার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা রূপকথাগুলিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা। (সেগুলি মুখের কথার ধাঁচাতে হয়ে উঠেছে কথাসাহিত্যে) তথা বাংলার সংস্কৃতিতে এক মূল্যবান সম্পদ। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২ বৈশাখ) বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার সাভার-এর কাছে উলাইল গ্রামে অভিজাত মিত্র মজুমদার পরিবারে রূপকথার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার। প্রথমে মা কুসুমময়ী দেবীর কাছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে রূপকথার আনন্দের জগতের সন্ধান লাভ করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হন। এরপর পড়েন সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়-এ। এখানেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। পচিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই উত্থান কাব্য প্রকাশিত হয়। এর আগেই পিতার সঙ্গে কিছুদিন মূর্শিদাবাদে কাটানোর সময় সুধা মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। পিতার সাথে মূর্শিদাবাদে অবস্থানকালে ‘সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’, ‘প্রদীপ’ প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধাবলি প্রকাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মহামনসিংহে পিসিমার কাছে চলে যান এবং গ্রাম্যপ্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে রূপকথার প্রায় হারিয়ে যাওয়া সম্পদটিকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। গীতিকথা, ব্রতকথা, রূপকথা ও রসকথার চতুর্বিগে তিনি কাহিনিগুলিকে বিন্যস্ত করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। স্বদেশি যুগে পিসিমার অর্থসাহায্যে কলকাতায় তিনি একটি প্রেস খুলেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি প্রদীপ, প্রকৃতি, ভারতী, সারথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ‘ভট্টাচার্য এন্ড সন্স’ থেকে ঠাকুরমার ঝুলি প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্রের কাছেই রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জনের কথা শোনেন এবং ঠাকুরমার ঝুলি গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বদেশি গানের সংকলন যা বা আত্মত্ব প্রকাশিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নারীদিগ্লের মহিযাজ্ঞাপক গ্রন্থ অর্থনারী (২ খণ্ড) এবং প্রাচীন ভারতে ধর্মচিন্তা বিষয়ক শিশুপাঠ্য গ্রন্থ সচিত্র সরল চণ্ডী প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত তোষণী পত্রিকায় তাঁর লেখা চারু ও হারু নামক কিশোর উপন্যাসটি ধারাবাহিক আকারে সম্পাদিত প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তিনি অজস্র কবিতা, গল্প, জীবনী রচনা করেন। ১৯৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত দক্ষিণারঞ্জন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি এই সংস্থার মুখপত্র পথ-এর প্রদর্শক সম্পাদকও ছিলেন। এ ছাড়া কাজ তাঁর বিজ্ঞানচেতনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ‘রৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি’র কার্যকরী সভাপতি ও পরিভাষা রচয়িতার দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ঢাকা বান্ধবরমাজ তাঁকে ‘ক্যাব্যানন্দ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কলিকাতা পদিক সন্মেলনে ‘বাণীরঞ্জন’ উপাধি, শিশুসাহিত্য পরিষদের ‘ভুবনেশ্বরী সাহিত্য’ লাভ করেন।

বিপ্লবী কানহেরে

রক্তে লেখা ইতিহাসের পাতায় এক অগিময় নাম- অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই উত্তাল সময়ে, যখন দাসত্বের শৃঙ্খল ছিড়ে ফেলতে বৃকের রক্ত উথলে উঠছিল, তখনই জন্ম নেয় এক তরুণ বিপ্লবীর অদম্য সংকল্প। তিনি ছিলেন অভিনব ভারত-এর সাহসী সদস্য; যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন গণেশ দামোদর সাভারকর এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকর। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি এমন এক পাথ বেছে নিলেন, যার শেষ প্রান্তে অপেক্ষা করছিল ফাঁসির দড়ি; কিন্তু তবুও পিছু হটেননি এক পা। ১৮৯২ সালের ৭ই জানুয়ারি, ইন্দোর-এর মাটিতে জন্ম নেন অনন্ত। পূর্ণপুরুষের ভিটে ছিল রত্নগিরি জেলায়। দুই ভাই, দুই বোনের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই ছেলটির জীবনের প্রথম অধ্যায় ছিল সাধারণ; কিন্তু ভাগ্য লিখেছিল অসাধারণ পরিণতি। প্রাথমিক শিক্ষা ইন্দোরে, তারপর মামার বাড়ি আওরঙ্গাবাদ-এ পড়াশোনা। বড় ভাই গণপতির সান্নিধ্য, আর চাপাশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ; সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে এক আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছিল তাঁর অন্তরে। তখন তারপরবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম দুই ধারায় বিভক্ত; একদিকে অহিংস পথ, অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লব। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ; হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের বিষ ছড়িয়ে দেয়। সেই অন্যায়ের আওনত বাংলার মাটি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে। যুব সমাজ বুঝে গিয়েছিল; স্বাধীনতা ভিক্ষা করে নয়, ছিনিয়ে নিতে হয়। এই আগুনেই স্পর্শ করেছিল অনন্তের হৃদয়। আওরঙ্গাবাদে থাকার সময় তিনি পরিচিত হন গোপন বিপ্লবী চক্রের সঙ্গে। গঙ্গারাম রূপচাঁদ শ্রমের বাড়িতে থাকার সময়, তাঁর মাধ্যমে সংযোগ তৈরি হয় নাসিকের গোপন বিপ্লবী দলের সাথে। গণু বৈদ্য, টোনপে; এইসব ছায়ার আড়ালে থাকা নামগুলো ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নেয় এক অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে। এই সময়েই তিনি ‘মিত্র প্রেম’ নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন; বন্ধুদের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বিপ্লবের বীজ। নাসিকে তখন কৃষ্ণজি গোপাল কারতে এবং বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে-র মতো বিপ্লবীরা গোপনে সংগঠিত হচ্ছিলেন; সাভারকর ভাইদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্তর দেন এক চরম সিদ্ধান্ত; নাসিকের কলকাতার জাকসনকে হত্যা। ১৯০৯ সালে, ব্রিটিশ সরকার দেশপ্রেমমূলক লেখা প্রকাশের অভিযোগে সাভারকরদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দেয়। এতে ক্ষোভে ক্ষেটে পড়ে বিপ্লবীরা। ঠিক তখনই সুযোগ আসে; নাসিকের কালেক্টর এ. এম. টি. জ্যাকসনের এর বিদায় সংবর্ধন। ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরের হাতে বন্দুক গর্জে উঠল। মুহূর্তেই লাটিয়ে পড়লেন জ্যাকসন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন ধর্ম গ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে

সাধক বামাক্ষ্যাপা



সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, তারা পীঠ তত্ত্ব সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। পূর্ণা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারা পীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিদ্বারীনী। তিনি ধ্যান। তিনি

ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। পূজা করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব। তিনি পূজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারা পীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পূজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতেন দুর্গা করে দিলেন মায়ের সাক্ষ্য পাওয়ার জন্য। তন্ত্র সাধনা করতে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে তন্ত্র সাধনার মধ্যে দিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তাঁর সদ্যবহার করতে হবে। যদি অসৎ ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

‘ডেভিড হেয়ার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং ভারতে হসপিটাল মেডিসিনের সূচনা’

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য দ্বিতীয় পর্ব

‘ডেভিড হেয়ার, মেডিক্যাল mative role which India played in English history throughout the greater part of the nineteenth century.” তিনি আমাদের অবহিত করেন যে ১৮ শতকের মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ইংরেজ



স্ত্রী ছিল না কিংবা ছিল না “prospects of furlough”। কোন অনমনীয় নৈতিকতা কিংবা ধর্মীয় নিয়মচরণ এদের জীবনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক ছিল না। এবং এই মানুষেরা soon adapted themselves to Indian ways of living. Set on making their fortune before the climate or disease carried them off—they were zealots for no cause or political principle— and were content to conduct the public business according to its traditional Indian forms and in the tradi tional hybrid Persian.

ডেভিড হেয়ারের ক্ষেত্রে এই ইতিহাসিক পর্যবেক্ষণ অনেকাংশে সত্য। সেসময়ের কলকাতার কথা বলতে গিয়ে স্টোকস জানাচ্ছেন, “The Calcutta mercantile community had its own narrower— more selfish standpoint— but substantially swelled the great tide of liberalism engulfing the English mind in the eighteen thirties ... if the new British Empire were to be a dominion not over territory but over wants of the universe—it followed that it was more important to

civilize than subdue. এ কথাও ডেভিড হেয়ারের মতো যেসব ভারতপ্রেমী এদেশে এবং বাংলায় এসেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সত্য। এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ আমাদের বিবচনায় আমাদের বর্তমান প্রবন্ধ ও বিয়েরে জন্য প্রাসঙ্গিক। ১৮২৭ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে দ্বিতীয়বার আসেন। এর আগে

চাঁটারের নবীকরণ ঘটে। এবং এর প্রশাসনিক পুরস্কার হিসেবে বেন্টিঙ্ক ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে মনোনীত হলেন। অন্য আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ যোগ্য। তৎকালীন ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাব নিয়ে যে অভিমত ইতিহাসিক বেইলি ব্যক্ত করেছেন বেন্টিঙ্ক এর বিপরীত কথা বলেছেন বন্ধু পিটার অবারকে লেখা একটি চিঠিতে, “My firm opinion on the contrary is that no dominion in the world is more secure against internal insurrection”। বেন্টিঙ্ক সম্বন্ধে অন্যত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে তিনি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতের দায়িত্বভার নেবার আগে বেন্টিঙ্ক “indeed subscribed in 1826 for two shares in the newly founded University College— London — an institution under combined Whig— Benth amite and Dissenting control— and a forward battalion in the ōrmarch of mind6. . .” । অল্পকোষ্ট এবং কেম্ব্রিজের বিপরীতে ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজন ছিল না “subscription to the thirty nine Articles of the Church of England. This new university tried in the 1830 to join the theoretical study of science to the practical work of the clinic— as was already underway in Germany.” হসপিটাল মেডিসিন-এর আবির্ভাব কাল পূর্বাভক্ত চটভূমিতে মেডি ক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা, ইউনিভা সিটি কলেজ, লন্ডনের আদলে ও শিক্ষাদানের চরিত্রে। এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকভাবে হসপিটাল মেডিসিন-এর সূচনা। হাসপাতালে ভর্তি রেখে কোন রোগীর চিকিৎসা হওয়া মাইেই হসপিটাল মেডিসিন নয়, এ কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। হসপিটাল মেডিসিন, ইতিহা সিকভাবে এই ধারণার উদ্ভাটাত অ্যাকারনেখট। এই নতুন ধরনের মেডিসিনের চারিত্রালক্ষণ কী? অ্যাকারনেখটের কথায়, “it was only at the hospital that the three pillars of the new medicine— physical examination— autopsy— and statistics — 12 C. A. Bayly— Indian Society and the Making of the British Empire Cam-

bridge University Press— 2008V— p. 121. এছাড়া আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক হল, Caroline Hannaway and Ann La Berge—ed. Constructing Paris Medicine Amster dam- Rodopi— 1998 could be developed. অসার্থ্য, ওটি প্রধান ভিত্তির ওপরে হসপিটাল মেডিসিনদ দাঁড়িয়ে আছে , হাসপাতালের ওয়ার্ডে রোগীর শয্যাপাশে রোগীকে পরীক্ষা করা, তার রোগের ইতিহাস নেওয়া এবং রোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া, (২) মৃত্যুর পরে রোগীর শব ব্যবচ্ছেদ করে রোগের লক্ষণের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরের (pathological anatomy) কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তা মিলিয়ে নেওয়া, এবং (৩) রোগের এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান তৈরি করা। অ্যাকারনেখট দেখিয়েছেন যে প্যাথোলজিকাল অ্যানাটমি-র বাস্তব জগতে চর্চা শুরু হয় ফরাসী বিপ্লবোত্তর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দির শেষে প্যারিসের হাসপাতালে। এই শেখুলোর জোগানদার কাব্য ছিল? “These were essentially a consequence of the tremendous influx of uprooted and penniless boys and girls from the country and of the beginnings of the Industrial Revolution.

স্বল্পকথায় বললে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইতিহাসে হসপিটাল মেডিসিন উদ্ভবের পর্যায়কাল দুটি ঘটনা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করল, (১) medical cosmology র রূপান্তর ঘটল, এবং (২) মেডিক্যাল জ্ঞান তৈরির প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দেখা কয়েকজন রোগীর পরিবর্তে জন্ম নিতে শুরু করল হাসপাতালে ভর্তি শ’য়ে শ’য়ে রোগীর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, মৃত্যুর পরে মৃত্যু-পূর্ব সময়ের লক্ষণের সাথে দেহের অঙ্গসংস্থানের পরিবর্তন মিলিয়ে দেখা এবং চিকিৎসার ধারার (course of treatment) মধ্য দিয়ে উপার্জিত জ্ঞান। যে কোন পাঠকই খেয়াল করলে বুঝবেন যে, মেডিক্যাল কলেজের আবির্ভাবের আগে যেভাবে মেডিসিনের প্র্যাক্টিস হত এবং মেডিসিন-সংক্রান্ত যেসব ধারণা ছিল (এদেশে আয়ুর্বেদ কিংবা ইয়ুনানি হোক কিংবা পাশ্চাত্যে গ্যালেনীয় কিংবা হিপোক্রেটিয় মেডিসিন হোক) সে সমস্ত কিছুর সাথে একটি ”paradigm shift” ঘটে গেল। তবে উল্লেখ করার যে, ইউরোপে (ক্রমশ) (ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর লেখা বহু বিখ্যাত বই রয়েছে যেগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নক্ষত্র)

ইরান যুদ্ধ কী আসলে ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাক্ষা করা ?

চিত্রজিৎ দত্ত

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা, ভারতের অর্থনীতি;মুদ্রাস্ফীতি ও শোয়ারবাজারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে পশ্চিম এশিয়া বরাবরই এক অগ্নিগর্ভ অঞ্চল। ভূ -রাজ নৈতিক টানাটোড়েন, যুদ্ধের আশঙ্কা, জ্বালানী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা;সব মিলিয়ে এই অঞ্চল যখনই অস্থির হয়ে ওঠে, তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্ব অর্থনীতিতে। সাম্প্রতিক সময়ে সেই অস্থিরতা নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও। মুদ্রাস্ফীতির চাপ, শেখাবাজারের অস্থিরতা এবং জ্বালানী নির্ভরতার প্রশ্ন;সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশ। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানী আমদানী কারক দেশ। দেশের মোট তেল চাহিদার একটি বড় অংশই আমদানির উপর নির্ভরশীল, এবং সেই আমদানির বড় অংশ আসে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকে। ফলে ওই অঞ্চলে সামান্য অস্থিরতাও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলে। তেলের দাম বাড়লেই তার সরাসরি অভিঘাত পড়ে ভারতের অর্থনীতিতে;পরিবহন খরচ বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেই চাপ এসে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতি এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে।

বাড়লে ঋণ নেওয়া ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, ফলে বিনিয়োগ কমে যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। অর্থাৎ, একদিকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা;এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। শোয়ারবাজারের প্রতিক্রিয়াও এই অস্থিরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিদেশি বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে পারেন, যা শোয়ারবাজারে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম এশিয়ায় উৎকেন্দ্রনা বাড়লে বিনিয়োগ কারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, এবং তারা ঝুঁকিপূর্ণ বাজার থেকে

দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, তবে সেই আয়ের উপরও প্রভাব পড়তে পারে। একই সঙ্গে, বাণিজ্যিক পথ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে আমদানি-রপ্তানির উপরও তার প্রভাব পড়বে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভর্তুকি দেওয়ার প্রশ্ন, অন্যদিকে রাজস্ব ঘাটতির চাপ;এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ নয়। একই সঙ্গে, বাজারে আস্থা বজায় রাখা এবং বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করা জরুরি। নীতিগত স্বচ্ছতা ও দ্রুত

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ

রিয়া পোদ্ধার, নবদ্বীপ

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস, আলাদা করে ঐতিহ্য রক্ষার জন্য নয় যাপনের উৎযাপন। তাই পুরাতত্ত্ব পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এক চিত্র প্রদর্শনী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলোর হাতে সময় এক ঘন্টা হাতে পেঙ্গলি রং তুলি, একটু দেরীতে ততক্ষণে ওদের আঁকা শুরু হয়ে গেছে স্বভাব সিন্ধু অফিস ঘরে আর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী শান্তি রঞ্জন দেব স্যার এর সঙ্গে নববর্ষ এর প্রণাম জানিয়ে, হলঘরে সেখানে



তখন চাঁদের হাট। তত্ত্বাবধায়ক গুণীজন তবে এনারা আমার খুব কাছের আপন মানুষ, প্রণাম জানাতে সবার একটা বজ্রবা এত দেরি করলি কেন,বস চোয়ার এদিয়ে দিলেন কিন্তু ওদের ছবিগুলো এত চোখ টানলো বেশীক্ষণ চোয়ার বাবু হয়ে স্থির থাকতে পারলাম না,গুণী ভাই চিত্রশিল্পী অর্ক দাস আর আমি আলোচনা করছিলাম ওদের শৈল্পিক ভাবনা এতটা দূরদৃষ্টি সুন্দর একটা তথ্যচিত্র করা যায় রীতিমতো, আঁকা গুলো দেখাতো পারতাম তাহলে হয়তো বোঝানো যেত,বয়স ছাপিয়ে ভাবনা। নিখুঁত পরিপাটি চিত্রগুলো রীতি মতো প্রদর্শনী র সম। কিন্তু প্রতিযোগিতা তাই বিচারককে রীতি মতো বেগ পেতে হবে, এরমধ্যে ওদের সামান্য টিফিন তুলে দিতে পারার দৌলতে কাছাকাছি গিয়ে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য লাভ। পরবর্তী প্রজন্ম ঐতিহ্যকে হয়তো হারিয়ে ফেলবে না বাঁচবে ওদের মধ্যে কি যেন জেন এক্স ওয়াই জেড যাই হোক সবশেষে ঐতিহ্য আধুনিক মোরক পাবে হয়তো কিন্তু বিলুপ্ত হবে না। ভালো থাকুক আগামী আলো আসুক সবার জীবনে। এরপর ঐতিহ্য দিবস উপলক্ষ্যে পালিত সন্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠান,শান্তিপুর নিবাসী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত অমিতাভ মিত্র স্যার, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অর্ক দাস ভাই,পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত সুশীল কুমার গুহাইত স্যার মধ্যমণি,

বিপ্লবীদের নাম নিয়ে কী গড়ে উঠল পরিবারতান্ত্রিক অতিবিপ্লবী গোষ্ঠী ?

রবীন্দ্রকুমার শীল

বহুজন আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে যে বাংলার গুপ্ত সমিতিতে যে সব বিপ্লবীরা অশ্ব গ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে দূরে থেকেছেন এবং আজকে অধিকাংশ তাদের পরিবার আত্মীয় স্বজনরা তাঁদের



নাম নিয়ে পাদ প্রদীপের আলোয় আসার চেষ্টা করছে কেন? এর জবাব আমি দিতে পারিনি। পরাধীনকালে স্বদেশিদের তাদের পরিবার নিজেদের স্বজন বলে গ্রহণ করেতে দ্বিধাবোধ করতো এবং বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পরিবারের আত্মীয়রা গোপনে ব্রিটিশ পুলিশকে খবর দিয়ে বিপ্লবী পুলিশে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। যেমন মাস্টারদা সূর্য সেনের ক্ষেত্রে অশ্ব গ্রহণে তাঁর আত্মীয়রা। অধিকাংশ পরিবার বিপ্লবীদের নিজস্বদের আত্মীয় বলতে দ্বিধাবোধ করতো। কোনও পরিবারের সদস্য যদি সরকারি চাকরি করতো তাহলে চাকরি পুলিশের হাতে বিপ্লবী সদস্যকে ধরিয়ে দেওয়ার আজ্ঞাবহ হত। দেশের স্বদেশি আন্দোলনের গোপন খবর ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে পৌঁছে দিত। ভারতের সশস্ত্র স্বদেশি আন্দোলনকে দমন করে সক্ষম হন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা চার্লস টেগার।

সময়ে এসে পাশে দাঁড়ানি। সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এমনকি প্রফুল্ল চাকীর কাটা মাথাটা কোথায় ব্রিটিশ পুলিশ মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল তার কোনও রেকর্ড খুঁজে পায়নি। অধিকাংশ পরিবার বিপ্লবীদের নিজস্বদের আত্মীয় বলতে দ্বিধাবোধ করতো। কোনও পরিবারের সদস্য যদি সরকারি চাকরি করতো তাহলে চাকরি পুলিশের হাতে বিপ্লবী সদস্যকে ধরিয়ে দেওয়ার আজ্ঞাবহ হত। দেশের স্বদেশি আন্দোলনের গোপন খবর ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে পৌঁছে দিত। ভারতের সশস্ত্র স্বদেশি আন্দোলনকে দমন করে সক্ষম হন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা চার্লস টেগার।

মগরাহাট পশ্চিমে মুখ খুবড়ে পড়ল হুমায়ুন কবীরের দল, প্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট, ১৯ এপ্রিলঃ ‘ভিডিও ভাইরাল, হুমায়ুন কবীরের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি, দলের প্রতি আর কোনও আস্থা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই অনুপ্রেরণা’। তৃণমূল কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে এমনটাই শোনা গেল খোদ জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীর গলায়। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় ভোটের ঠিক আগেই বিরোধী শিবিরের উইকেট পতন। ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রার্থী নিজেই। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় বেশ চাপে পড়ে গেল হুমায়ুন কবীরের দল। মগরাহাট পশ্চিমের কো-অর্ডিনেটর তথা প্রার্থী সামিম আহমেদের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন মগরাহাট পশ্চিমের জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী আবু সিদ্দিক লস্কর। রবিবাসরীয় সকালে নিজের অনুগামীদের নিয়েই তিনিপৌঁছে যান তৃণমূল কার্যালয়ে। কো-অর্ডিনেটর তথা প্রার্থী সামিম আহমেদ নবাগত দলীয় সতীর্থদের হাতে তুলে দেন তৃণমূলের পতাকা। এই যোগদান নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী

সামিম আহমেদ বলেন, “হুমায়ুন কবীরের ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। তারা বিজেপির বি টিম

অর্ডিনেটর, প্রার্থী সামিম আহমেদের নিখুঁত পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজি, নির্বাচনী ব্যাটেল ফিফ্‌টে ইলেকশন

আহমেদের পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজির সামনেই মুখ খুবড়ে পড়ল হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি।



হিসেবে কাজ করছে। তারা বিজেপির থেকে টাকাও নিয়েছে। ফলে সেখান থেকে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী আবু সিদ্দিক লস্কর যোগ দিলেন তৃণমূলে। তিনি এবার নির্বাচনের প্রচারেও নামবেন।” কো-

গেমে আর গেম টাইম পেল না হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি। গেম শুরুক আগেই মগরাহাট পশ্চিমে জনতা উন্নয়ন পার্টির গেম ওভার। ক্ষুরধার মস্তিষ্কে নিখুঁত পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজি, সামিম

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই হুমায়ুন কবীরের একটি ভিডিও ভাইরা হয়। সেখানে দেখা যায় হুমায়ুন কবীর বলেন, “আপনার আমায় সমর্থন করুন। এটা যেন গোপন থাকে। ভোটের সময় কেউ যেন জানতে না

পারে যে বিজেপির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে।” তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ২০ মিনিটের ভিডিও দেখানো হয় যার সত্যতা যাচাই করেন দূরন্ত বার্তা। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। ভিডিওটি ইউটিউবেও প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর এবং বিজেপি নেতৃত্বের কথোপকথন হচ্ছে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাত করতে কীভাবে টাকা ছড়িয়ে ভোট ভাগাভাগি করা হবে, কীভাবে মুসলিম ভোটারদের বোকা বানাতে হবে, কীভাবে বিজেপিকে সমর্থন করবেন হুমায়ুন তা সামনে এসেছে। ভিডিওতে হুমায়ুনকে দাবি করতেশোনা গিয়েছে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তারা। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও কথা বলেছে তাঁর সঙ্গে। যে কোনও মূল্যে মমতাকে হারাতে ১০০০ কোটি টাকা লাগবে বলেও দাবি করছেন হুমায়ুন। এরপরই তার নতুন তৈরি দলে ভাঙন ধরতে শুরু করে। সেই তালিকায় এবার যোগ হল নবমত সংযোজন।

গেরুয়া শিবিরের রোড শোতে চমক কঙ্গনার, নজরে শুভেন্দুর ঘাঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৯ এপ্রিলঃ নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক ময়দান আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বলিউ ড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের রোড শোকে কেন্দ্র করে। পূর্ব মেদিনীপুরের এই ঐতিহাসিক বিধানসভা কেন্দ্র, যা

জনপ্রিয় মুখকে সামনে রেখে নন্দীগ্রামে রোড শো আয়োজন দলীয় কৌশলেরই অংশ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। রোড শো শুরু হওয়ার অনেক আগেই রাস্তায় ভিড় জমাতে শুরু করেন বিজেপি সমর্থকরা। কঙ্গনার এক ঝলক দেখতে

বস্তুবো্যে উঠে আসে উন্নয়ন, জাতীয়তাবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রসঙ্গ। একই সঙ্গে তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। নন্দীগ্রাম বরাবরই রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ২০০৭ সালের আন্দোলন



দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের রাজনীতির কেন্দ্রব্দু, সেখানে গেরুয়া শিবিরের প্রচারে কঙ্গনার উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি নজর কেড়েছে। বিশেষ করে এই কেন্দ্রটি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রচেষ্টার দেশপ্রাণ রুকে বিজেপির মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবারের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, সকাল থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন কাঁথি উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সুমিতা সিনহা। তিনি প্রথমে বিভিন্ন মন্দিরে পূজা দেন। এরপর দলীয় কর্মীদের নিয়ে হাতিশাল

এবং তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ সেখানে ভিড় করেন। গেরুয়া পতাকা, স্লোগান এবং ঢাক-ঢোলের শব্দে গোটা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে কঙ্গনা সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন এবং বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন। তার

থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন সব ক্ষেত্রেই এই কেন্দ্রটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। সেই কারণেই এখানে প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মসূচি বাড়তি গুরুত্ব পায়। শুভেন্দু অধিকারীর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় বিজেপি নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে চাইছে, আর সেই লক্ষ্যেই কঙ্গনার মতো তারকা মুখকে সামনে আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্নান করতে নেমে ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল দুই কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ১৯ এপ্রিলঃ ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। জানা গিয়েছে, স্নান করতে নদীতে নেমেছিল তারা। তারপরই হঠাৎ তলিয়ে যায়। নবরীপ ঘোষ পাড়া ঘাট এলাকার ঘটনা। ডুবুরি নামিয়ে ওই দুই কিশোরকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কীভাবে তারা তলিয়ে গেল তা খতিয়ে দেখছে নবরীপ থানার পুলিশ। নবরীপের কানাই নগর এলাকার বাসিন্দা ওই দুই কিশোর। তাদের নাম রাকেশ মণ্ডল ও সীমান্ত সরকার। জানা গিয়েছে, আজ প্রায় বেলা ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তারা একটি স্কুটি নিয়ে এসেছিল। নদীর পাড়ে স্কুটি রেখে স্নান করতে নেমে দু’জনেই। কিন্তু, স্নান করতে নেমেই তারা দু’জনে তলিয়ে যায় বলে খবর। নদীর পাড়ে তখন কয়েকজন বাচ্চা খেলছিল। তারাও দেখে ওই দুই কিশোর তলিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের চিংকারে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি দুই কিশোরকে বাঁচাতে জলে বাঁশ ফেলা হয়। কিন্তু, কোনও লাভ হয়নি। ততক্ষণে তারা নদীতে তলিয়ে যায়। এরপরই স্থানীয় লোকজন নবরীপ থানার পুলিশকে খবর দেয়। পরে দুই কিশোরের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

স্ট্রীকে খুন করে চরম অবসাদ! কিছুক্ষণেই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বড়এণ্ডা, ১৯ এপ্রিলঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ট্রীকে কুপিয়ে খুন। তারপর চরম হতাশায় আত্মঘাতী হন স্বামীও। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুর্শিদাবাদের বড়এণ্ডার পছিপাড়া গ্রামে। রবিবার সকালে এই জোড়া মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত গৃহবধূর নাম তাপসী দাস (৪২)। মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্বামী তাপস দাসও (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে দম্পতির মধ্যে তীব্র পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, অশান্তি চলাকালীন তাপসী দেবীকে প্রথমে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপর

তাঁর মুখে কাপড় গুঁজে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে বাড়িতে থাকা ধারাল অস্ত্র

সাহায্যও করেন। সূত্রের খবর, স্ট্রীকে খুনের নিজেও ভেঙে পড়েন তাপস। তীব্র অবসাদ থেকে তিনি নিজেও



দিয়ে তাঁকে এলোপাখাডি কোপাতে থাকেন তাপস। অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডে তাপস দাসের সঙ্গে তাঁর মা-ও সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ছেলেকে

বাড়ির ভিতর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে বড়এণ্ডা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার

করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃত্যুর শাস্তিও এক সন্তানকে আটক করেছে পুলিশ। পারিবারিক বিবাদ নাকি এর পেছনে অন্য কোনও গভীর যত্নসূত্র রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পারিবারিক বিবাদ হলে তার নেপথ্যে কোন কারণ ছিল, আগে থেকেই কোনও সমস্যা ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে কথা বলা হচ্ছে প্রতিবেশীদের সঙ্গেও। অন্যদিকে স্ত্রীবর্তাই এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

‘অন্নপূর্ণা যোজনার’ নাম করে ফর্ম বিলি, ভোটারদের তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ, তপ্ত শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিলঃ এলাকায় ‘অন্নপূর্ণা যোজনার’ নাম করে ফর্ম বিলি ও ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বাচসা ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুই বিজেপি কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত দুদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছিলেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, তারা ওই ফর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নাম এবং

মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করছিলেন। রবিবার তৃণমূল কর্মীরা এই কাজে বাধা দেন এবং দুই বিজেপি কর্মীকে

ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দুই কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। তৃণমূল কর্মীদের



হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এর জেরেই শুরু হয় দুই পক্ষের বাচসা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ

অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতায় না থাকা সত্ত্বেও বিজেপি কেন সরকারি যোজনার নাম করে তথ্য সংগ্রহ করছে? তাদের দাবি, এটি মানুষের

বিবাস্ত করার অপচেষ্টা। এই বোআইনি কাজ রূপতেই তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপি কর্মীদের আটকের খবর পেতেই থানায় ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি থানায় গিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান। শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূলের প্ররোচনাত্তেই পুলিশ সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। আমাদের কর্মীরা সাধারণ প্রচার চলাচ্ছিলেন, কোনও ফর্ম বিলি করা হয়নি। এই ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছেছে। আটক দুই ব্যক্তিকে নিয়ে পুলিশ তদন্ত চলছে।

ভোটের সময় ঝামেলা করলে শুধু জেল নয়, দিতে হবে মোটা অঙ্কের এত টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৯ এপ্রিলঃ নির্বাচনে শান্তি ভঙ্গকারীদের জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। এক লাখে ২০ থেকে ৫০ গুণ বাড়াল জেলা প্রশাসন। এর আগে ভোটের আগে শান্তি ভঙ্গকারীদের অর্থাৎ ১০৭-এর নোটস দেওয়া হত। সেই নোটস মোতাবেক ১০০০ টাকার বন্ড

দিতে হতো অভিযুক্তদের। সেই টাকার অঙ্কই এবার আরও বাড়ানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের দাবি, ১০০০ টাকা বন্ড দেওয়ার ফলে ১০৭ রন্ডের গুরুত্ব দিত না অভিযুক্তরা। এইবারে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ১০০০ টাকার বন্ডকে বাড়িয়ে ২০ হাজার, ২৫

হাজার, ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মূল্যলেকা দিতে হবে। তারা এলাকায় শান্তি ভঙ্গ করলে না এই মর্মে। কেউ যদি মূল্যলেকা শর্ত লঙ্ঘন করে সেই ক্ষেত্রে তাঁকে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। এবং তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা

হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে প্রায় ১০০০ জনের মোটা টাকার বন্ড দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, মোটা টাকা বন্ড দেওয়ার ফলে আশা করা যায়, শান্তি বজায় রাখবেন। জেলাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতেই জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ। জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান

সাহা বলেন, “এখানে সিইও সারের ভিসিট হয়েছিল। তারপর কমিশনের সঙ্গে মিটিং হয়। আগে এই ১০৭ এর বন্ডের টাকার অঙ্কের পরিমাণ কম ছিল। তাই এই বন্ডের অঙ্কটা বাড়ানোর জন্য রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল। এখন বন্ডের অঙ্কটাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।”

অভিষেক সফরের প্রাক্কালে নন্দীগ্রামে টিএমসি নেতার বাড়িতে বোমাবাজি



নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৯ এপ্রিলঃ নির্বাচনে হিট লিস্টে থাকা নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা যেন ক্রমশ চরমে উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে কর্মসূচি করতে আসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, স্থানীয় তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে, যা এলাকার চট্টোপাধ্যায় সূত্রি করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের দাউদপুর অঞ্চলে। তৃণমূলের

সবকিছু খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ শুরু হয়ে গেছে। শেখ শামসুল ইসলামের পরিবারের দাবি, এটি বিজেপির চক্রান্ত। তারা বলছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনের আগে তৃণমূলকে বিব্রত করতাই এই ধরনের কাজ করা হয়েছে। তৃণমূল নেতারা বলছেন, নন্দীগ্রামে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে বিরোধীরা অস্থির হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বিজেপি এই অভিযোগকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপি নেতারা বলছেন, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা অন্য কোনো গোষ্ঠীর কাজ হতে পারে। তারা দাবি করেন, নন্দীগ্রামে তৃণমূলের স্বল্পসংখ্যক ইতিহাস অনেক পুরনো। বিজেপির এক স্থানীয় নেতা বলেন, “তৃণমূল নিজেরাই বোমা-বাজি করে বিরোধীদের ওপর দোষ চাপায়। এটা তাদের পুরনোকৌশল। পুলিশ যদি নিরপেক্ষ তদন্ত করে, তাহলে সত্য বেরিয়ে আসবে।” শামসুলের স্ত্রী রুবিনা পারভিন জানিয়েছেন, সকালে বাড়ির সিঁড়ি তলায় একটি

পলিথিনে মোড়া সন্দেহজনক প্যাকেট দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। সেটি সরানোর সময় আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে শামসুল ইসলামের ছেলে আহত হন বলে পরিবার সূত্রে দাবি। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরে তল্লাশি চালিয়ে আরও কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়। একটি ছোট বাক্সও উদ্ধার হয়েছে, যার ভিতরে কী রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। খবর ছড়াত্তেই তড়িঘড়ি বন্ড স্কোয়াডকে ডাকা হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের আগে এলাকায় সন্ত্রাস তৈরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে বোমা মজুত করা হয়েছিল। বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “সন্ত্রাস করে ভোট লুটের ছক করতে গিয়েই নিজেদের ফাঁদে পড়েছে তৃণমূল।” দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি। অন্যদিকে, শামসুল ইসলামের পরিবারের পাল্টা দাবি, বিজেপি

যত্নবৃত্ত করে ওই প্যাকেট বাড়ির ভিতরে সুযোগ বুঝে রেখে গিয়েছিল। একই দাবি নন্দীগ্রাম তৃণমূলের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানুততার শুরু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নন্দীগ্রামের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

Short Notice Inviting Tender No- 05 of 2026-27/ASSEMBLY ELECTION 2026
Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Election Urgent Works. Bid submission Closing Date 22.04.2026 up to 02.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact under-signed office.
Sd/- Executive Engineer Hooghly Division, PHE Dte.



ছড়িয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস সরকার। তার পাল্টা দাবি, বিজেপি কর্মীরা

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘন করে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’-র নামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। কাউন্সিলরের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের নাম, মোবাইল নম্বর এবং আধারের মতো সংবেদনশীল তথ্য কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছিল বিজেপি। তিনি জানান, সেই যেআইনি কাজের প্রতিবাদ জানানোই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় কোনও গালিগালাজ বা হুমকি প্রদানের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ টাইল বাড়ানো হয়েছে। উভয় পক্ষের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ।

Format C-1 (for candidate to publish in Newspapers, TV)				
Declaration about criminal cases [As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)]				
Name and address of candidate		: Prasanta Digar, Vill - Selampur P.O.-Selampur, P.S.- Goghat, Dist.-Hooghly, Pin Code No. 712122.		
Name of Political Party		: Bharatiya Janata Party.		
(Independent candidates should write "Independent" here)				
Name of Election		: W.B. Legislative Assembly, 2026.		
*Name of Constituency		: 201- Goghat S.C.		
I, Prasanta Digar a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:				
(A) Pending Criminal Cases				
Sl. No.	Name of Court	Case No and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	2nd J.M. Arambagh Court, Arambagh, Hooghly	Goghat P.S. Case No. 330/19 dt. 16.11.2019. G.R - 1448/19	Pending	Under Section: 341/323/325/326/34 I.P.C. Political
(B) Details about cases of conviction for criminal offences				
Sl. No.	Name of Court & date(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed	
1.	order(s) Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	
2.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	
3.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	
In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.				
Format C-2 (for candidate to publish in Newspapers, TV)				
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party [As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)]				
Name of Political Party : Bharatiya Janata Party.				
Name of Election : W.B. Legislative Assembly, 2021.				
Name of State / UT : West Bengal.				
1	2	3	4	5
Sl.No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(a) Pending Criminal Cases Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	(b) Details about cases of conviction for criminal offences Name of Court & date(s) of order(s) Description of offence(s) & punishment imposed Maximum Punishment Imposed
1.	201- Goghat S.C. West Bengal Legislative Assembly.	PRASANTA DIGAR	2nd J.M. Arambagh Court, Arambagh, Hooghly. GR- 1448/19 Pending	Under Section- 341/ 323/325/326/ 34 I.P.C Political. Not Applicable Not Applicable Not Applicable
In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.				

দেশ-বিদেশ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং শাসনকার্যের বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় কখনই সরলরৈখিক হয় না

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং শাসনকার্যের বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় কখনই সরলরৈখিক হয় না। নির্বাচনী প্রচার গড়ে ওঠে উত্তম রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ভেতরে, যেখানে আকাঙ্ক্ষা, জরুরিতা এবং মতাদর্শিক অঙ্গীকার একসাথে কাজ করে। কিন্তু শাসনকার্য এগোয় এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে-রাজস্ব সীমাবদ্ধতা, প্রতিষ্ঠানিক জটিলতা এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কঠিন বাস্তবতায়। এই দ্বন্দ্ব সবচেয়ে তীব্রভাবে আলোচিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষেত্রে, যারা গত এক দশকে বিশাল জনসমর্থনের ভিত্তিতে ক্ষমতায় এসেছে এবং বৃহ রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যকার ব্যবধানকে সহজভাবে বার্থতা বা সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এটি এক জটিল এবং ক্রমবিবর্তিত বৈপরীত্য। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি যখন জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে আসে, তখন তাদের মূল বার্তা ছিল দৃঢ় নেতৃত্ব এবং দ্রুত উন্নয়ন। নির্বাচনী ভাষণে জোর দেওয়া হয়েছিল দক্ষতা, দুনীতিমুক্ত প্রশাসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শক্তিশালী জাতীয় পরিচয়ের উপর। দীর্ঘদিনের নীতিগত স্থবিরতায় ক্লান্ত জনগণের কাছে এই প্রতিশ্রুতিগুলো আশার সঞ্চার করেছিল। স্পষ্ট বার্তা এবং দৃঢ় অবস্থান দলটিকে ব্যাপক নির্বাচনী সাফল্য এনে দেয় এবং এক ধরনের গতি ও উদ্দেশ্যের

ভাবমূর্তি তৈরি করে। কিন্তু শাসন একটি দীর্ঘ পথচলা, তাত্ক্ষণিক দৌড় নয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তন কেবল বক্তব্য বা ঘোষণার মাধ্যমে সম্ভব নয়। কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য সময়, একমত্যা এবং অনেক ক্ষেত্রে আপসের প্রয়োজন হয়। দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি বাস্তবে মুখোমুখি হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মগ্নতা, মহামারির প্রভাব এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের, যা শ্রমবাজারকে রূপান্তরিত করছে। সমর্থকদের মতে, অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল উদ্যোগ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প ভবিষ্যতের উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। অন্যদিকে সমালোচকেরা বলেন, কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার সংকট প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক নির্দেশ করে। এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়, বৃহ অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে বাস্তব সুযোগে রূপান্তর করা কতটা জটিল। স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিও রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে বিচারাধীন হয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে কেউ কেউ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার প্রতীক হিসেবে দেখেন, আবার অন্যরা এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার সংকোচন হিসেবে ব্যাখ্য করেন। তদন্তকারী সংস্থা এবং সংবাদীয় প্রক্রিয়া অনেক সময় বিতর্কের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সরকারের বক্তব্য, দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ জবাবদিহিতা এবং নীতির সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। সমালোচকদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এখানে প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ফারাক

নেতৃত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কল্যাণনীতি এই বৈপরীত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিজেপি সরকারের অধীনে গ্রামীণ পরিবার, নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সরাসরি নগদ হস্তান্তর, আবাসন এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিবর্তন এনেছে। এই উদ্যোগগুলো সহজভাবে ব্যর্থতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। তবুও, আর্থিক চাপের মধ্যে এই প্রকল্পগুলোর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। উন্নয়নমুখী এবং দরিদ্রপ্রাক্ষব নীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যে কোনো সরকারের জন্যই কঠিন, বিশেষত যখন উভয় দিকেই উচ্চ প্রত্যাশা থাকে। জাতীয় পরিষদ এবং সামাজিক সংহতি সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত ক্ষেত্র। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দলীয় মতাদর্শ নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে। সমর্থকদের মতে, এই উদ্যোগগুলো দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং জাতীয় পরিচয়ের পুনর্নির্মাণ। সমালোচকদের মতে, এগুলো সামাজিক বিভাজন বাড়াতে পারে এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো থেকে মনোযোগ সরিয়ে দিতে পারে। এখানে প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার পার্থক্য পরিমাপযোগ্য ফলাফলের চেয়ে বেশি, বরং জনপরিষরের চরিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পররাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও এই বৈপরীত্য স্পষ্ট। বিজেপি একটি আত্মবিশ্বাসী বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে ভারতের অবস্থান তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ক্ষমতায় এসে সরকার বিভিন্ন বড় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে এবং আঞ্চলিক কৌশল পুনর্গঠন করেছে। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং জটিল। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে হলে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সংযত নীতি গ্রহণ করতে হয়। নির্বাচনী বক্তব্য এবং বাস্তব কূটনীতির মধ্যে পার্থক্য এখানে প্রযোজনীয়। বাস্তববোধের প্রতিফলন। ভোটারদের প্রত্যাশার মনস্তত্ত্বও গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল জনসমর্থন উচ্চ প্রত্যাশা তৈরি করে। যখন রাজনৈতিক ভাষ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন ধীরগতির অগ্রগতি অনেক সময় অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়। বিজেপির নির্বাচনী সাফল্য তাদের ক্ষমতায় পাশাপাশি দায়িত্বও বাড়িয়েছে। প্রতিটি নীতিকে বড় পরিবর্তনের মানদণ্ডে বিচার করা হয়। ফলে বাস্তবের ফাঁক অনেক সময় প্রত্যাশার উচ্চতার কারণেও তৈরি হয়। এই ব্যবধানকে কেবল একটি দলের বিশেষ সমস্যা হিসেবে দেখা ঠিক নয়। গণতন্ত্রে প্রতিটি সরকারই এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। তবে বিজেপির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বেশি, কারণ তাদের প্রতিশ্রুতির পরিসর এবং ভাষ্যের তীব্রতা অনেক বড়। নতুন ভারত গড়ার দাবি স্বাভাবিকভাবেই উচ্চতার প্রত্যাশা এবং কঠোর মূল্যায়ন ডেকে আনে। বাস্তবতা হলো, শাসনের ফলাফল সম্পূর্ণ সফল বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয় বরং তা একটি মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে যেখানে তথ্য, মতাদর্শ এবং মানুষের অভিজ্ঞতা একত্রিত হয়।

বিরোধীরা এই ব্যবধানকে অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি এবং অপর্যাপ্ত বাস্তবায়নের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে। তারা অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক উত্তেজনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চাপকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে। অন্যদিকে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল বিস্তার এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের সফলতা তুলে ধরে দাবি করে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়াধীন। শেষ পর্যন্ত জনগণই এই দুই বর্ণনার মধ্যে বিচার করে-সুস্থ ফলাফল নয়, বিশ্বাসযোগ্যতাও বিবেচনায় নিয়ে। সবশেষে বলা যায়, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং শাসনকার্যের সম্পর্ক স্থির নয়। এটি সময়, পরিস্থিতি এবং জনমতের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বিজেপির অভিজ্ঞতা দেখায়, রাজনৈতিক ম্যান্ডেট জটিলতা দূর করে না, বরং তা মোকাবিলার অধিকার দেয়। শাসনের প্রকৃত মূল্যায়ন ফাঁকের অন্তিবে নয়, বরং তা স্বীকার এবং সমাধানের প্রচেষ্টায়। স্বচ্ছতা, সংশোধনের ইচ্ছা এবং জনগণের সঙ্গে সংলাপ এই ব্যবধান কমাতে সাহায্য করতে পারে। বিজেপির শাসন এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যেখানে বৃহ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তব নীতিতে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বৈপরীত্য কোনো চূড়ান্ত রায় নয়, বরং একটি স্মারক-গণতন্ত্রে ক্ষমতার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার প্রতিক্রিয়াশীলতার উপর। রূপান্তরের ভাষা এবং প্রশাসনের বাস্তবতার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা নিহিত।

আমেরিকায় বিপাকে এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট ,লাগেজে ‘গাঁজা’ মিলতেই দেশে ফেরত, কড়া নজরে বিমান সংস্থা

১৯ এপ্রিল ঃ একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনায় এয়া ইন্ডিয়ার এক কো-পাইলটকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগে, তাঁর লাগেজে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য-সম্ভবত গাঁজা-পাওয়া যাওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নেয় মার্কিন কর্তৃপক্ষ। ঘটনটি আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল এবং নিরাপত্তা মানদণ্ড নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। প্রাথমিক সূত্র অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর নিয়মিত ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস চেকের সময় ওই পাইলটের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। সেই সময় সন্দেহজনক একটি পদার্থ উদ্ধার হয়, যা পরে গাঁজা বলে অনুমান করা হয়। এরপরই তাঁকে আটক করে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনা বিমান শিল্পে একটি সংবেদনশীল ইস্যু হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ এটি একটি জাতীয় বিমান সংস্থার কর্মীর সঙ্গে যুক্ত। পাইলটদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে অত্যন্ত কঠোর নিয়মকানুন প্রযোজ্য থাকে, কারণ তাঁদের দায়িত্ব সরাসরি যাত্রীদের নিরাপত্তার সঙ্গে



দেওয়া হয়নি, তবে সূত্রের খবর, সংস্থাটি ইতিমধ্যেই একটি আন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে। এই তদন্তে খতিয়ে দেখা হবে, সংশ্লিষ্ট পাইলট সংস্থার নিয়ম ভেঙেছেন কি না, কিংবা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন কি না। বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞদের মতে, পাইলটদের নিয়মিত

মেডিক্যাল পরীক্ষা, মানসিক ফিটনেস মূল্যায়ন এবং আচরণগত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর মধ্যে মাদকদ্রব্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক

ঘটনাতেও সেই নিয়ম অনুসরণ করেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে ভারতের বিমান শিল্পেও আলোচনা শুরু হয়েছে।

নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এত কঠোর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে পারে। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্তের আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদেশ থেকে ডিপোর্ট হওয়া মানেই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন, তা নয়। তবে এই ধরনের ঘটনা তাঁর পেশাগত জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের Directorate General of Civil Aviation (DGCA) এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিয়ম মেনে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আইন থাকায় পাইলট ও ক্রুদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। সব মিলিয়ে, এই ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার ভাবমূর্তি এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তদন্তের ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এত কঠোর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে পারে। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্তের আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদেশ থেকে ডিপোর্ট হওয়া মানেই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন, তা নয়। তবে এই ধরনের ঘটনা তাঁর পেশাগত জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের Directorate General of Civil Aviation (DGCA) এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিয়ম মেনে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আইন থাকায় পাইলট ও ক্রুদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। সব মিলিয়ে, এই ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়ার ভাবমূর্তি এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তদন্তের ফলাফলের ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এত কঠোর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে পারে। আবার কেউ কেউ বলছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্তের আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয়। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদেশ থেকে ডিপোর্ট হওয়া মানেই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন, তা নয়। তবে এই ধরনের ঘটনা তাঁর পেশাগত জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের Directorate General of Civil Aviation (DGCA) এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে নিয়ম মেনে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

NAME CHANGE
I, Ajay Krishna Dhar (old name) Son of Bijoy Krishna Dhar, residing at 52B, Baghabazar Street, Baghabazar, Kolkata-700003, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ajoy Krishna Dhar (new name), as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, vide an affidavit no-7988, dated 08/03/2026.

Ajay Krishna Dhar (old name) and Ajoy Krishna Dhar (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Manoj Kumar Gupta s/o Prosadi Lal Gupta, residing at 53, Christopher Road, Tangra, Kolkata – 700046, W.B., declare that my actual name and correct name is Manoj Kumar Gupta but inadvertently my name has been recorded in my daughter's (Somy Gupta) Birth Certificate Reg. No. 2550 as Manoj Gupta instead of Manoj Kumar Gupta. Manoj Gupta and Manoj Kumar Gupta both are same and one identical person as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, vide affidavit SL No. 6584, dated 10/03/2026.

NAME CHANGE
I, Sadrul Middyia (old name) son of Late Zakaria Middyia, residing at Vill: Krishnanandapur, P.O – Munshirhat, Howrah – 711410, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sadreulah Middyia (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 16, dated 16/04/2026.

NAME CHANGE
I, Sadrullah Middyia (old name) son of Late Zakaria Middyia, residing at Vill: Krishnanandapur, P.O – Munshirhat, Howrah – 711410, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sadreulah Middyia (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 15, dated 16/04/2026.

NAME CHANGE
I, Gulnahr Begum Middyia (old name) wife of Sadreulah Middyia, residing at Vill: Krishnanandapur, P.O – Munshirhat, Howrah – 711410, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Gulnahr Begum (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 14, dated 16/04/2026.

NAME CHANGE
I, Narayan Chandra Mandal (Old Name) S/o Gopal Mandal Residing at Rampurchak, Shyamchak, Dobra, District - Paschim Medinipur, Pin - 721301, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Narayan Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 17-04-2026.

NAME CHANGE
I, Shakuntala Devi (Old Name) W/o Vijay Shankar Gupta Residing at 182/173, I.C Bose Road, Golabari, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shakuntala Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-04-2026.

দূরন্ত বার্তা

NAME CHANGE
I, Kader Sk, (Old name) S/o-Mostafa Sk, Resident at, Vill-Dargapara, Po-Bhatabati, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, 742149, West Bengal. I have changed my name Kader Sk to Kadir Sk (New name) I shall be known as Kadir Sk vied affidavit before the Notry at Berhampore on 17/04/2026.

NAME CHANGE
I, SK Mahammad Mostafa, S/O- Sekh Mahammad Mahasin, resident of Keshabgang Chati, P.O.- Rajbati, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SHAIKH MAHAMMAD MOSTAFA vide Affidavit No.- 1157 dated 10/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That SK Mahammad Mostafa and Shaikh Mahammad Mostafa both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SK Motiar Rahaman, S/O- Sekh MD Mahasin, resident of Keshabgang Chati, P.O.- Rajbati, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MOTIAR RAHAMAN vide Affidavit No.- 1158 dated 10/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That SK Motiar Rahaman and Sekh Motiar Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SK Asgar Ali @ SheiKh Asgar Ali S/O- Sekh Shamad, resident of 61, Kamalsagar, P.O.- Rajbati, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH ASGAR ALI vide Affidavit No.- 1159 dated 10/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That SK Asgar Ali, SheiKh Asgar Ali and Sekh Asgar Ali all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, GURUDEV SINGH, resident of Vidyasagarpalpy, P.O & P.S - Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, Pin- 713103, State: West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Gurudev Singh to Gurdav Singh and henceforth I shall be known as Gurdav Singh in all purpose, vide affidavit no. F 347/320 of 1992, sworn before the Notary Public at Burdwan on 18/04/2026.

NAME CHANGE
I, Soma Datta alias Soma Dutta alias Soma Das(Old Name) W/o.- Ratan Kumar Das, D/o. Late Salyabrata Dutta R/o. Ratepara Bongaon, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Soma Das Dutta (New Name), vide an Affidavit dtd. 16.05.2025, before the Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas. That, Soma Datta, Soma Dutta, Soma Das and Soma Das Dutta all are same & one identical person.

NAME CHANGE
I, SUJAN HALDER S/O RABI HALDER Residing at Vill-Purana Bongaon, P.O.-Purana Bongaon, P.S-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare That in my Passport (Passport No. Z7501866) inadvertently therein my Place of Birth has been written as Canning, West Bengal and in my Passport (Passport No. Z7501866) inadvertently therein my name and my father's name has been written as Sujan Halder S/O Robi Halder in place of Sujan Halder S/O Rabi Halder. That I declare that Sujan Halder S/O Rabi Halder and Sujan Halder S/O Robi Halder is one and same identical person having no difference vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 10.04.2026.

শিয়ালদহ বিভাগ কর্তৃক তামাকজাত পণ্যের অবৈধ বিক্রির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : সামাজিক সংস্কার ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এক তাপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলগুয়ের শিয়ালদহ বিভাগ একটি ব্যাপক, উচ্চ-প্রভাবশালী এবং দ্বিমুখী অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের লক্ষ্য হলো-বিভাগীয় আওতাধীন স্টেশন চত্বরগুলোতে তামাকজাত পণ্যের বিক্রি রোধ করা এবং ‘পরিচ্ছন্ন স্টেশন’ সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।এই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য হলো স্টেশন চত্বরকে পরিচ্ছন্ন রাখা। এটি মূলত তামাকজনিত আবার্জনা ও থুথুর দাগ দূর করার ওপর জোর দেয়-যা প্ল্যাটফর্মের পরিচ্ছন্নতাকে বিঘ্নিত করে। পাশাপাশি, এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো তরুণ প্রজন্মকে নিকোটিনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা এবং রেলপথে

নিয়মিত যাতায়াতকারী শিক্ষার্থী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে তামাক সেবনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধ করা।স্টেশনের স্টল ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে নজরদারি জোরদার করা এবং আকস্মিক পরিদর্শন চালানোর মাধ্যমে, এই বিভাগ এমন গড়ে তামাকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়-যা আসক্তিকে নিরুসাহিত করবে এবং যুবসমাজের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে উসাহিত করবে।আইনি কাঠামোর কঠোর

অনুবর্তনে এই অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে এতে বাণিজ্যিক বিভাগ এবং রেলগুয়ে সুরক্ষা বাহিনী (গুপ্তস্ব) যুক্ত রয়েছে, যাতে স্টেশন চত্বরের ভেতরে কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রি না হয়- তা নিশ্চিত করা যায়।কেবল আইন প্রয়োগ নয় বরং তামাকের সহজলভ্যতা দূর করার মাধ্যমে সামাজিক বুননকে সংস্কার করার ক্ষেত্রেও এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে কাজ করছে। এই সক্রিয় ও দৃশ্যশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে, শিয়ালদহ বিভাগ কেবল সফল যাত্রীর জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্বচ্ছল যাতায়াত অভিজ্ঞতাই নিশ্চিত করছে না, বরং সমাজের ভবিষ্য স্বাস্থ্য ও সার্বিক মঙ্গলের অভিভাবক হিসেবেও নিজেদের অবস্থান সুদৃ় করছে।

ভুয়ো তথ্যে পর্যটকদের বিভ্রান্তি অনুমোদিত নয় গাইড ও দালালদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপে বিশ্ব ভারতী ইউনিভারসিটি

নিজস্ববান্দাদাতা, বীরভূম, ১৯ এপ্রিল : সাম্প্রতিক সময়ে ভুয়ো তথ্যের জেরে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি



হওয়ায় কড়া অবস্থান নিয়েছে বিশ্ব ভারতী ইউনিভারসিটি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ক্যাম্পাস বন্ধ, প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা কিংবা অনুষ্ঠান বাতিল করে অধিকাংশই ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্ণ ভুয়ো। প্রশাসনের তরফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পর্যটকদের জন্য খোলা রয়েছে। দর্শনাধীশের প্রবেশের সময়সূচি বা নিয়মে কোনো পরিবর্তন হলে তা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি ওয়েবসাইট এবং অনুমোদিত যোগাযোগ মাধ্যমেই জানানো হয়। অথচ সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া অসত্য তথ্যের কারণে বহু পর্যটক তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল বা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। শান্তিনিকেতন, যা নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত, প্রতি বছর অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করে। শিল্প, সংস্কৃতি এবং

দাবি করা হচ্ছেল যে ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে বা প্রশাসনিক কারণে দর্শনাথীদের প্রবেশ সীমিত করা

হিসেবে দেখা উচিত নয়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থেই এই নিয়মগুলি অনুসরণ করা হয়। ডিজিটাল যুগে ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভুল তথ্য মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, যা পরে সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব ভারতী ইউনিভারসিটি সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং দ্রুত ও স্বচ্ছ তথ্য প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংস্কৃতি বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের ভুয়ো তথ্য শুধু পর্যটন নয়, বরং একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানের প্রতি

মানুষের আগ্রহ এবং সম্মানকেও ক্ষুণ্ণ করে। শান্তিনিকেতন কেবল একটি পর্যটন কেন্দ্র নয়, এটি একটি ভাবধারা-যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষা, শিল্পচর্চা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সবশেষে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের কাছে শান্ত থাকার কথা হয়। একই সঙ্গে, অনুমোদিত গাইড এবং দালালদের বিরুদ্ধেও বাবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা পর্যটকদের ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছে এবং আর্থিকভাবে প্রতারিত করছে। এই প্রবণতা রোধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেছে, কিছু সংরক্ষিত এলাকা এবং একাডেমিক পরিসরে নির্দিষ্ট নিয়মাবলি থাকলেও, তা স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ এবং সেটিকে কোনো বিশেষ নিষেধাজ্ঞা

হিসেবে দেখা উচিত নয়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থেই এই নিয়মগুলি অনুসরণ করা হয়। ডিজিটাল যুগে ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভুল তথ্য মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, যা পরে সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব ভারতী ইউনিভারসিটি সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং দ্রুত ও স্বচ্ছ তথ্য প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংস্কৃতি বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের ভুয়ো তথ্য শুধু পর্যটন নয়, বরং একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানের প্রতি

মানুষের আগ্রহ এবং সম্মানকেও ক্ষুণ্ণ করে। শান্তিনিকেতন কেবল একটি পর্যটন কেন্দ্র নয়, এটি একটি ভাবধারা-যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষা, শিল্পচর্চা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সবশেষে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের কাছে শান্ত থাকার কথা হয়। একই সঙ্গে, অনুমোদিত গাইড এবং দালালদের বিরুদ্ধেও বাবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই ধরনের ব্যক্তিরা পর্যটকদের ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছে এবং আর্থিকভাবে প্রতারিত করছে। এই প্রবণতা রোধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেছে, কিছু সংরক্ষিত এলাকা এবং একাডেমিক পরিসরে নির্দিষ্ট নিয়মাবলি থাকলেও, তা স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ এবং সেটিকে কোনো বিশেষ নিষেধাজ্ঞা

বিজেপির মুখ রাখতে, মিঠুনের ইলিশ মাছ হাতে রোড শো রামপুরহাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ১৯ এপ্রিল : হাতে মাছ নিয়ে, বাঙালির পাতে মাছে বিজেপির বাধা নেই, প্রমাণ করতে মরিয়া এখন বিজেপি। তাই রূপালী পর্দার মহাশুরু মিঠুন চক্রবর্তীকেও হাতে মাছ নিয়ে বিজেপির হয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে। আর তাই নিয়ে গুঞ্জন বিভিন্ন মহলে। গুঞ্জন একটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত বিজেপিকে মাছ নিয়ে ভোট প্রচার করতে বাধ্য করলো। তাছাড়া উপায় নেই।

রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে বীরভূমের রামপুরহাটে আসেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রবিবার কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে তারাপীঠ রোড স্টেশন সংলগ্ন মাঠে নামেন মিঠুন। সেখানে গাাটিে রামপুরহাট সানঘাটা কালীমন্দিরে প্রণাম সেের সুসজ্জিত গাাটিে চড়ে রামপুরহাটের বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহার সমর্থনে প্রচার সারেন। কিন্তু এই প্রচার শুধুমাত্র বিজেপির মস প্রেমের প্রচার। মাছের মধ্যে ইলিশ, বাঙালির প্রিয়। তাই ইজেকে বাঙালি প্রমাণ করতে হাতে ইলিশ নিয়ে ভোট ডিম্কা আলাদা মাত্রা আনেন। এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে এখন যে বিজেপি নেতারা মাছের গন্ধে নাকে রুমাল ধরে, তারাও মনে রেখেছে ভোট বড়ো বালাই। ভোটে জিততে তাই বিজেপির একমাত্র ভরসা বাংলাদেশের পদ্মার রূপালী ইলিশ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উড়িষ্যা, গুজরাট সহ বিভিন্ন বিজেপি রাজ্যে মহলি বাবু বলে বাঙালিদের উপহাস করা হয়, যাওয়া তো বহু দূর অস্ত। বাঙালির সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস নিয়ে বিজেপির আক্রমণ শুধু বাক্যবৃদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই সেই ঘটনাকে উসকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দলীয় সভায় বলছেন, বিজেপি এলে রাজ্যে মাছ, মাংস, ডিম সব বন্ধ করে দেবে। এই অভিযোগ ওঠার পরই, যদি গোবলয়ে মাছ নিষিদ্ধ, বিজেপি নেতাদের হাতে মাছ এখন কম্পালসরি করা হয়েছে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে। ভারতী এমন, মাছ খাও, আর না খাও, হাতে মাছ নাও। মাছেভাতে বাঙালির আবেগ মাছ, বুয়ে গেছে কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ নির্বিড় সংশোধন যা এসআইআরে মাছের মতোই গোবলয়ের টকটি মাছেভাতে বাঙালি। ভোটার তালিকায় তাদের নাম বাদ। বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালির উপর অভিচার, এগুলোর কী জবাব আছে বিজেপির বলে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেতা সৈয়দ সিরাজ জিন্নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জনসভায় বলেছেন, ‘ আপনাদের মাছ খেতে দেবে না। মাংস, ডিম খেতেও দেবে না। যদি আপনারা খান, তাহলে আপনাদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করবো।’

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, তিনি চীনা ১৫ দিন এ রাজ্যে থাকবেন। তারপরে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে ইলিশ ভাপা, পাবদার ঝাল, চিংড়ি মাছের মালিছিকারি ও ক্যা মাংসের ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে লেখা হয়, ‘ স্বাগত জানাই পশ্চিমবঙ্গ। এখানে এলে এসব খাবার মিস করবেন না।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জনসভায় বলেছেন, ‘ মাছের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এর উপাদানে পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর নয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান ও দর্শনের যুগলবন্দী প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের লেখনীতে জীবনের প্যাথলজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দূরন্ত বার্তা, ১৯ এপ্রিল : চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্যাথলজির জটিল গবেষণাগার থেকে উঠে এসে সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ক্রমশ নিজের এক অনন্য পরিচয় গড়ে তুলেছেন প্রফেসর (ডাক্তার) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য দীর্ঘ ৩৯ বছরের বর্ণিত কর্মজীবনে প্যাথলজির অধ্যাপক ও প্রধান হিসেবে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি তিনি বর্তমানে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর । তাঁর সাহিত্যিক কাজগুলো কেবলই বিনোদন নয়, বরং তা ‘মানবিক সামাজিক বাস্তবতা’ (Humanistic Social Realism) এবং ‘মেডিকেল হিউম্যানিটিজ’ (Medical Humanities)-এর এক সার্থক সমন্বিশ্রুগথম ও জীবনদর্শনের গভীরতা ড. ভট্টাচার্যের গল্পের প্রধান ভিত্তি হলো তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। তাঁর সাহিত্যে কয়েকটি বিশেষ থিম ও দর্শন বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মানবিক সামাজিক বাস্তবতা, তাঁর লেখনীতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলার অস্থির সময়, উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের পূর্বপল্লি বঙ্কিমপল্লীর রিফিউজি পরিবাসের কলোনি জীবন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের টিকে থাকার লড়াই অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। ‘The Struggle for a Change’ বা ‘The Observer’-এর মতো গল্পগুলোতে

তিনি সামাজিক অবক্ষয় নজ্রাল আন্দোলন ও মানুষের অপরাধের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। মেডিক্যাল হিউম্যানিটিজ, একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি রোগ এবং মৃত্যুকে দেখেছেন অতি নিকট থেকে। তাঁর কাছে ‘ কেবল



শরীরবৃত্তী? সমস্যা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও অস্তিত্ববাদী সংকট। তাঁর ‘ গল্পটি করোনো অতিমারির প্রেক্ষাপটে মানবিক ট্র্যাজেডি এবং প্রাইভেট হাসপাতালের ও microfinance ব্যাংক ও কোম্পানি গুলো শোষণের এক অনন্য দলিল। নৈতিক প্রতিফলন ও অস্তিত্ববাদ,তাঁর চরিত্রেরা প্রায়শই পেশাগত দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত আবেগের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়। ‘ মানুষ ও অনেক বিচার’ কিংবা ‘ মতো রচনায় তিনি অস্তিত্ববাদ এবং মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তির কথা বলেছেন। কবিতায় দার্শনিকতা ও বৈশ্বিক তুলনাগোদের পাশাপাশি তাঁর কবিতাতেও এক গভীর জীবনদর্শন কাজ করে। তাঁর কবিতায় বার্ষকা,

যখন পরিচ্ছন্নতা হয়ে ওঠে এক যাত্রা,পূর্ব রেলের স্বচ্ছতা অভিযান প্রবাহিত হয় জীবন্ত ঐতিহ্যের মতো

কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ লোহপথের বুক জুড়ে ভেসে চলা এক নীরব স্রোতের মতো, পরিচ্ছন্নতার আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব রেলের অঙ্গনে- স্বচ্ছ ভারত, স্বচ্ছ রেল অভিযানের চতুর্থ দিনে (১৮.০৪.২০২৬)। বিশ্বে ঐতিহ্য দিবসের মর্মবাহীরা বিপ্লু মিলেমিশে যেন এ এক নতুন উপলব্ধি-ঐতিহ্য মানে শুধু স্থাপনা নয়, মূল্যবোধও, যা আমরা ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিই। ব্যস্ত চলাচলের পথে-মাবেরহাট ও দক্ষিণেশ্বর রেল স্টেশনে-১৮ জন নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবক (যোশোলাপুর গ্রুপের ৮ জন এবং দক্ষিণেশ্বরের বিবেকানন্দ গ্রুপের ১০ জন) হয়ে উঠলেন সচেতনতার অগ্রদূত। হাতে প্র্যাকার্ড, কচুে দূর বার্তা-ভারা যাত্রীদের সঙ্গে গড়ে তুললেন সংলাপ, যেখানে প্রতিটি ক্ষণিক যেমন যাওয়া মুহূর্ত রূপ নিল সচেতনতার বীজ বোনার সূযোগে। ব্যারাকপুর রেল স্টেশনে, পূর্ব রেল ভারত স্ক্রাউটস ও গাইডস, শিখালদহ জেলা সমিতির উদ্যোগে, ব্যারাকপুর গ্রুপ দিনটিকে শুধুই উদযাপন নয়-এক প্রতিক্রিয়তিতে পরিণত করল। স্টেশন চত্বর অফিস এলাকাজুড়ে তাদের অভয়ান, ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রী, বিক্রেতা ও

রেলকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনে, প্রতিটি পরিচ্ছন্নতার কাজ হয়ে উঠল একেকটি ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি- যেখানে রক্ষা করা মানেই ভবিষ্যকে সুরক্ষিত রাখা। আজিমগঞ্জে, এই অভিযান ধারণ করল এক প্রাণবন্ত র্যালির রূপ। ১৫ জন স্ক্রাউট, গাইড, রোভার ও রেঞ্জার, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে, স্লোগান ও উদ্দীপনায় ছড়িয়ে দিলেন পরিচ্ছন্নতার বার্তা। সেশনেরর স্বচ্ছতা প্রাপ্তে তাদের পদচারণা যেন এক আহ্বান-পরিচ্ছন্নতা হোক অভ্যাস, দায়িত্ব হোক আমাদের সবার। ডানকুনি রেল স্টেশনে, মাত্র ৬ জন স্ক্রাউট প্রমাণ করলেন-সংখ্যা নয়, ইচ্ছাশক্তিই পরিবর্তনের আসল শক্তি। তাদের ছোট প্রচেষ্টাই সৃষ্টি করল বৃহ সচেতনতার তরঙ্গ। এই অভিযানের সুর ছড়িয়ে পড়ল চলমান ট্রেনের বুকে-ট্রেন নং ১২৬০৩ পূর্বা এক্সপ্রেস এবং ০৬২০২ পটিনা-আসানসোল মেমু এক্সপ্রেসে। আসানসোল জেলার ১৫ জন অংশগ্রহণকারী কোচগুলিকে রূপ দিলেন সচেতনতার চলমান মঞ্চে। আন্তরিক কথোপকথনের মাধ্যমে তারা যাত্রীদের আহ্বান জানালেন-আবর্জনা না ফেলার, ডাস্টবিন ব্যবহারের, এবং



নুতনগ্রামে ভোট প্রচারে শাওনি সিংহ রায় । ছবি-সাবিরুল সেখ ও আলিফ সেখ

দেশের নারীরা সম্মান হারিয়েছেন, মন্তব্য রেখার

নার্যাদিল্লি, ১৯ এপ্রিল (হি.স.)ঃ মহিলা সংরক্ষণ সংসোধনী বিল পাস না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তাঁর কথায়, দেশের নারীরা সম্মান হারিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, লোকসভায় আমরা যা দেখলাম তা হতাশাজনক ছিল। স্থানীতার এত বছর পরেও দেশের কোনও মেয়ের লোকসভা এবং বিধানসভায় পৌঁছানোর অধিকার নেই।

PUBLIC NOTICE
I, Sekh Mochan, son of Ahammed Sekh, resident of Vill & P.O. Kamarahati, P.S. Madhabnidi, Dist. Purba Bardhaman, do hereby declare that my name is recorded differently as Sekh Mochan / SK Mochan / Mochan Ali / Totajal Hosen / Totajaljhosen Sekh in various documents, but all refer to one and the same person, i.e., myself. My date of birth is recorded as 01/01/1966 (Aachar) and 01/01/1986 (Voter ID) to clerical variation, both relating to me. Similarly, my father's name recorded as Ahammed Sekh / Ahammad Sekh / SK Ahammed / Sekh Ahammad Hosen refers to one and the same person vide affidavit no 578 dated 13.4.2026, before 1st Class Judicial Magistrate, Purba Bardhaman, All concerned may take note accordingly.

প্রেম এবং বিবর্তনের এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। সমালোচকরা তাঁর ‘ সার্চ অফ দ্য স্প্যানিশ আইজ’ কবিতায় পাৰ্বলো নেরুদার রোমান্টিক রূপকের ছোঁয়া খুঁজে পান, আবার ‘ অ্যান্ড ওল্ড’ কবিতায় ফুটে ওঠে সেমাস হীন-র মতো জীবনচক্রের বাস্তব রূপ। তাঁর দর্শন ‘ট্রান্সফরমেটিভ অপটিমিজম’ বা রূপান্তরমূলক আশ্বাদে বিশ্বাসী, যেখানে চরম সংকটেও মানুষের মুক্তির পথ উন্মুক্ত থাকে।ডিজিটাল যুগের আধুনিক রূপকারপ্রথাগত প্রকাশনার গণ্ডি পেরিয়ে ড. ভট্টাচার্য তাঁর লেখনিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন-স্টোরি মিরর, প্রতিকলিপি বা মিডিয়াম-এর মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর এই কাজগুলো ‘ডিজিটাল-যুগের বাস্তববাদী গদ্য’ হিসেবে স্বীকৃত, যা বাংলা সাহিত্যকে আরও গণতান্ত্রিক ও আধুনিক করে তুলেছে। প্রফেসর প্রণব কুমার ভট্টাচার্য প্রমাণ করেছেন যে, বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও শিল্পের আভিনায় গভীর পদচিহ্ন রাখা সম্ভব। তাঁর সাহিত্য যেমন রবীন্দ্র-মানবিকতায় খদ্ব, তেমনই তা আধুনিক সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কঠোর । চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি তাঁর এই নিভৃত সাহিত্য সাধনা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্মানের অধিকারী করে তুলেছে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

গ্রীষ্মের ভিড় সামলাতে ১১টি বিশেষ ট্রেন চালাবে ভারতীয় রেলওয়ে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ আসন্ন গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামাল দিতে বড় পদক্ষেপ নিল ভারতীয় রেলওয়ে। দেশের বিভিন্ন রুটে মোট ১১টি সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধা এবং অতিরিক্ত ভিড় কমাতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ০৪১৭১ নম্বর Kanpur Central railway station-Asansol railway station স্পেশাল ট্রেনটি ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কানপুর সেণ্ট্রাল থেকে দুপুর ১টাখ পরের দিন ভোর ৬টায় আসানসোলে পৌঁছবে। ফেরত ০৪১৭২ নম্বর ট্রেনটি ২০ এপ্রিল আসানসোল থেকে সকাল ৬টায় ছেড়ে একই দিনে রাত ৮টা ৫০ মিনিটে কানপুরে পৌঁছবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার এবং

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ থাকবে। এছাড়াও ০৪১৬৭ এবং ০৪১৬৮ নম্বর কানপুর-আসানসোল স্পেশাল



ট্রেন যথাক্রমে ২১ ও ২২ এপ্রিল চলবে। এই ট্রেনগুলি Chittaranjan railway station, Madhupur Junction

এবং Jasidih Junction স্টেশনে থামবে। ০৫১৫৬ নম্বর Chhapra Junction-Okhla স্পেশাল ট্রেনটি

২১ ও ২৮ এপ্রিল কলকাতা থেকে ছেড়ে একই দিনে রাতেই ছাপড়াপৌঁছবে। এই ট্রেনটি Naihati Junction, Bandel Junction, Barddhaman railway station, Durgapur railway station এবং আসানসোলসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থামবে। ০৫০৬৪ নম্বর Gomtinarag railway station-কলকাতা স্পেশাল ২২ ও ২৯ এপ্রিল ছেড়ে পরদিন পৌঁছবে, আর ফেরত ০৫০৬৩ নম্বর ট্রেন ২৬ ও ৬০ এপ্রিল কলকাতা থেকে ছাড়বে। এই ট্রেনগুলিও পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে থামবে। এছাড়া ০৯৬০৩ ও ০৯৬০৪ নম্বর Madar Junction railway station-Howrah Junction railway station স্পেশাল ট্রেন যথাক্রমে ২১ ও ২২ এপ্রিল চলবে। এগুলি বর্ধমান, দুর্গাপুর এবং আসানসোল স্টেশনে থামবে।

২০ ও ২৭ এপ্রিল ছাপড়া থেকে ছেড়ে পরদিন সকালে কলকাতায় পৌঁছবে। ফেরত ০৫১৫৫ নম্বর ট্রেন

মালতীপুরে মৌসম নূরের সমর্থনে ইমরান প্রতাপগারি জনসভা ও রোড শো

মালদা, ১৯ এপ্রিল (হি. স.)ঃরবিবার মালদার মালতীপুর বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম নূর -এর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে নজর কাড়লেন কংগ্রেসের রাজসভার সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি। এদিন জালালপুর হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত জনসভায় যোগ দিতে তিনি মহারাষ্ট্র থেকে আসেন।সভাছুলে পৌঁছানোর পরই কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। মঞ্চে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব

এবং প্রার্থী মৌসম নূর। ইমরান প্রতাপগড়ি একযোগে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির কড়া সমালোচনা করেন। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে মৌসম নূরকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। জনসভা শেষে মালতীপুর জুড়ে একটি বিশাল রোড শো করেন ইমরান প্রতাপগড়ি। রোড শো চলাকালীন তাঁকে এক নজর দেখতে রাস্তায় উপচে পড়ে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের ভিড়।

পূর্ব রেল যাত্রীদের ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত পথ কেড়ে নিতে পারে একটি জীবন

কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ রেললাইন পারাপারের ভয়াবহ বিপদ এবং এর ফলে জীবন বদলে দেওয়া এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে পূর্ব রেল সাধারণ যাত্রীদের কাছে এক হৃদয়স্পর্শী আবেদন জানিয়েছে। শ্রী প্রবীর পাল (নাম পরিবর্তিত) নামে এক যাত্রী, স্টেশনে যখন যোগা করা হয় যে তার ট্রেন ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে, তখন সরাসরি রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কয়েক মিনিট বাঁচানোর তাচ্ছা্যে তিনি ফুট ওভারব্রিজ এড়িয়ে যান এবং লাইনের ওপর পিছলে পড়ে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিজের পা হারান। এই ঘটনার প্রভাব কেবল শারিরিক আঘাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে শ্রী পালের এই দুর্ঘটনা তাঁর পরিবারের ভবিষ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই বিরোগাত্মক ঘটনা এক কঠোর অনুস্মারক যদি ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার করা হতো, তবে একটি পরিবার আজ চরম হতাশা থেকে রক্ষা পেত। বিভিন্ন স্টেশনে

নিরাপত্তার সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্ম যাতায়াতে বিদ্যমান সুবিধার সাথে যুক্ত হলো পূর্ব রেল



কর্তৃক নবনির্মিত ১০টি ফুট ওভারব্রিজ। অগ্রাধিকার দিতে এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে পূর্ব রেল তার নিরন্তর অভিযানের অংশ হিসেবে চলতি অর্থবর্ষ ২০২৫-২০২৬-এ চারটি ডিভিশন জুড়ে ১০টি নতুন ফুট ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ

সম্পন্ন করেছে। এই কাঠামোগুলি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা নিরাপদ ও উচ্চতর পথ

জয়রামবাটী স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজ এখন সল। শিখালদহ ডিভিশনঃ বাসুলডাঙ্গা

স্টেশনে একটি নতুন সুবিধা চালু করা হয়েছে। আসানসোল ডিভিশনঃ জসিডি, সীতারামপুর এবং নবাব মোাে নিরাপত্তা পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে। মালদা ডিভিশনঃ মুরারপুর এবং অভয়পুর স্টেশনে নতুন ব্রিজগুলি

দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন এবং তাঁদের বিপজ্জনক রেল ট্রাকে পা রাখার প্রয়োজন না হয়। নতুন ফুটওভার ব্রিজের এই স্থাপনাসমূহ শক্তিশালী করা হয়েছে- হাওড়া ডিভিশনঃ সাইথিয়া, বাগোণীনাথপুর, ডানকুনি এবং

অজিত আগারকর এর সম্ভাব্য মেয়াদ বৃদ্ধি শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ

মুম্বই, ১৯ এপ্রিল : ভারতীয় ক্রিকেট বড সিদ্ধান্তের পর এবার ত্রিভুজাঙ্গীলতার পথে হাটতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ড সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর-এর মেয়াদ ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাবিত প্রায় চূড়ান্ত। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের ধারাবাহিক সাফল্য এবং বড টুর্নামেন্টে শক্তিশালী পারফরম্যান্স এই সিদ্ধান্তের পেছনে বড কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। আগারকার যখন প্রধান নির্বাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন পরিস্থিতি মোটেও সহজ ছিল না। দল নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা, সিনিয়র খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ এবং নতুন প্রতিভাদের সুযোগ-সব মিলিয়ে চাপ ছিল তুঙ্গে। বিশেষ করে রোহিতত শর্মা এবং রিট কোহলির মতো বড় নামদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এমন প্রেক্ষাপটে আগারকারের নেওয়া কিছু কঠিন সিদ্ধান্তই তাকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কৌশল ফল দিতে শুরু করে। অভিজ্ঞতা এবং তরুণ প্রতিভার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। সেই পরিকল্পনার ফল হিসেবে একাধিক নতুন মুখ আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করেছে। অনেক তরুণ ক্রিকেটার তার সময়েই দলে সুযোগ পেয়ে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা দেখিয়েছেন, যা ভারতের স্কোয়াডকে আরও গভীর এবং প্রতিযোগিতামূলক করেছে তুলেছে। বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সূত্র

জানাচ্ছে, শুধুমাত্র ফলাফল নয়, বরং দল গঠনের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিও আগারকারের মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান ক্রিকেট ক্যালেন্ডার অত্যন্ত ব্যস্ত-দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, আইসিসি টুর্নামেন্ট এবং বিভিন্ন

স্থিরতা এনে দিয়েছেন। তিনি শুধু পারফরম্যান্স নয়, খেলোয়াড়দের ভূমিকা, ফরম্যাটভিত্তিক বিশেষায়ন এবং কাজের চাপ ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দিয়েছেন। আধুনিক ক্রিকেটে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।



একজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অলরাউন্ডার হিসেবে আগারকারের অভিজ্ঞতা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় ভূমিকা রাখছে। মাঠের বাস্তবতা, চাপের পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাহিদা সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ ধারণা রয়েছে। ফলে দল নির্বাচন করার সময় তিনি শুধু পরিসংখ্যান নয়, খেলোয়াড়দের মানসিকতা এবং ম্যাচ পরিস্থিতিও

বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে এই স্বহস্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে ক্রিকেটের চিত্র উত্থান, খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত ব্যস্ততা এবং ডেটা-ভিত্তিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব নির্বাচকদের কাজকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন আগারকার,

যা বোর্ডের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকদের প্রতিক্রিয়াও বেশ ইতিবাচক। অনেকেই মনে করছেন, এই সময়ে আগারকারের মেয়াদ বাড়ানো একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। এটি দল, কোচিং স্টাফ এবং নির্বাচকদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে সাহায্য করবে। স্থিতিশীলতা থাকলে খেলোয়াড়দের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা মাঠের পারফরম্যান্সে প্রতিফলিত হয়। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি, তবে সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আগারকার প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বে থাকবেন। এর ফলে আগামী আইসিসি চক্রজুড়ে দল গঠনের কাজ তিনি এবং তার প্যানেল পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে পারবেন। ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের জন্য এই খবর আশাব্যঞ্জক। সাম্প্রতিক সাফল্য ইতিমধ্যেই দলের প্রতি আস্থা বাড়িয়েছে। এখন সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই বড চ্যালেঞ্জ। আগারকারের নেতৃত্ব নির্বাচক প্যানেল যদি একইভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতেও ভারত আন্তর্জাতিক ধরে রাখতে নিজেদের অধিপত্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, অজিত আগারকরএর সম্ভাব্য মেয়াদ বৃদ্ধি শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্য পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধারাবাহিকতা, স্থিরতা এবং সুদূরসমারী চিন্তাভাবনাই এখন দলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হয়ে উঠছে।

চোটের ধাক্কায় কঠিন পরীক্ষায় সবুজ-মেরুন,নর্থইস্ট ম্যাচের আগে চাপে মোহন বাগান সুপার জায়ান্টস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০২৬ মৌসুমে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে মোহন বাগান সুপার জায়ান্টস। নর্থইস্ট ইন্ডিয়ানটেডের বিরুদ্ধে হাই-ভোল্টেজ ম্যাচের আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের চোট দলকে ফেলেছে চাপে। প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই লড়াইয়ের আগেই স্কোয়াডের গভীরতা এবং মানসিক দৃঢ়তার বড় পরীক্ষা দিতে হচ্ছে সবুজ-মেরুন শিরিকের মাঠের আগে যেখানে সাধারণত অনুশীলন, কৌশল এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা হয়, সেখানে এবার মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে চোটের তালিকা। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, একাধিক প্রথম একাদশের খেলোয়াড় পেশির টান এবং ম্যাচ চলাকালীন আঘাতের কারণে

সমস্যায় ভুগছেন। টানা ম্যাচের চাপ এবং ব্যস্ত সূচির ফলে এই চোটের সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কোচিং স্টাফদের পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। অনুশীলনে নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে, যাতে সম্ভাব্য অনুপস্থিত খেলোয়াড়দের বিকল্প তৈরি করা যায়। যারা এতদিন নিয়মিত একাদশে ছিলেন না, তাদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এতে দলের ধারাবাহিকতায় কিছুটা প্রভাব পড়েছে, যা এতদিন মোহনবাগানের শক্তির জায়গা ছিল। দলের প্রধান কোচ এখনও পর্যন্ত চোটের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি। বরং তিনি সতর্ক আশাবাদী অবস্থান নিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফিটনেস টেস্টের ওপর নির্ভর করেই চূড়ান্ত দল নির্ধারণ করা হবে। ফলে ম্যাচের আগে পর্যন্ত এক ধরনের অনিশ্চয়তা

বিরাজ করছে, যা পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে নথ ইস্ট এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে প্রস্তুত। তাদের দ্রুতগতির আক্রমণভাগ এবং উইং প্লে বরাবরই প্রতিপক্ষের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। মোহনবাগানের রক্ষণভাগ যদি চোটের কারণে দুর্বল হয়, তাহলে সেই ফাঁক কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে নর্থইস্ট। ফলে ম্যাচটি কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াও বেশ আবেগধন। মোহনবাগানের সমর্থকরা সবসময়ই দলের পাশে থেকেছেন, এবং এই কঠিন সময়েও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যমে ভক্তরা খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং দলকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। ক্লাবের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি এসেছে, এবং প্রতিবারই দল ঘুরে দাঁড়িয়েছে—এই বিশ্বাসই সমর্থকদের

ভরসা জোগাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের পরিস্থিতি অনেক সময় নতুন প্রতিভা তুলে আনার সুযোগ করে দেয়। তরুণ খেলোয়াড়রা যখন বড় মঞ্চে সুযোগ পায়, তখন নিজেদের প্রমাণ করার একটি বিরল সুযোগ তৈরি হয়। মোহনবাগানের বেশে স্টেডিয়াম কটাকা কার্যকর, সেটাও এই ম্যাচে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এবারের মৌসুম এমনিতেই অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। পয়েন্ট টেবিলে দলগুলোর মধ্যে ব্যবধান খুবই কম, ফলে প্রতিটি ম্যাচের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে একটি জয় যেমন দলকে এগিয়ে দিতে পারে, তেমনি একটি হার পুরো সমীকরণ বদলে দিতে পারে। মোহনবাগানের জন্য এই ম্যাচ তাই শুধুমাত্র তিন পয়েন্টের লড়াই নয়, বরং নিজেদের শক্তি এবং মানসিকতা প্রমাণের সুযোগ। চোটের সমস্যা

অবশ্যই বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেই দলকে এগিয়ে যেতে হবে। কোচ এবং খেলোয়াড়দের জন্য এটি একটি কঠিন পরীক্ষা-কীভাবে সীমিত সম্পদ নিয়ে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স দেওয়া যায়। ম্যাচ যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা। চূড়ান্ত একাদশ কেমন হবে, কী কৌশল নেওয়া হবে-সবকিছুই এখন আলোচনার বিষয়। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার, এই ম্যাচে মোহনবাগানকে তাদের সর্বোচ্চ লড়াইটা দিতে হবে। সবশেষে বলা যায়, চোটের ধাক্কা সত্ত্বেও মোহন বাগান সুপার জায়ান্টস এর সামনে এখনও সুযোগ রয়েছে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করার। প্রতিকূল পরিস্থিতি কখনও কখনও দলকে আরও একাধিক করে তোলে। এখন দেখার, এই কঠিন পরীক্ষায় সবুজ-মেরুন কতটা সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে পয়েন্ট টেবিলের লড়াই দিন দিন আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছে

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে পয়েন্ট টেবিলের লড়াই দিন দিন আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক এক নাটকীয় মোড়ে, চেন্নাই সুপার কিংস হায়দরাবাদের কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও টেবিলের সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে। অন্যদিকে, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, যা পুরো প্রতিযোগিতাকে আরও অনিশ্চিত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এই পর্যায়ে প্রতিটি ম্যাচই কার্যত নকআউটের সমতুল্য গুরুত্ব বহন করছে। সানরাইজ হায়দ্রাবাদ-র বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল তেমনই এক উচ্চচাপের লড়াই, যেখানে উভয় দলই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথমে ব্যাট করে হায়দরাবাদ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ স্কোর দাঁড় করায়। তাদের ব্যাটিংয়ে ছিল শৃঙ্খলা, পরিকল্পিত আগ্রাসন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার দক্ষতা। চেন্নাই রান তড়া করতে নেন্দে শুকটা মোটামুটি ভালো করলেও মাঝপথে ছন্দ হারিয়ে ফেলে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পট্টনারশিপ গড়ে উঠলেও সেগুলোকে বড় ইনিংসে রূপান্তর করতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্য ছুঁতে ব্যর্থ হয় এবং ম্যাচটি হাতছাড়া করে। এই হার নিঃসংশয়ে দলের আত্মবিশ্বাসে কিছুটা আঘাত হেনেছে, তবে পয়েন্ট টেবিলের পরিস্থিতি চিত্র তাদের জন্য একধরক স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। এই অঙ্কুর পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ অন্যান্য মাঠের ফলাফল এবং নেট রান রেটের সুস্থ হিসাব। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় অনেক সময় শুধুমাত্র

জয়-পরাজয়ই নয়, বরং কত বড় ব্যবধানে জয় বা হার হচ্ছে সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। চেন্নাইয়ের নেট রান রেট সামান্য উন্নত হওয়ায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর কিছু অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ফলে তারা টেবিলে এক ধাপ উপরে উঠে যেতে সক্ষম

আত্মবিশ্বাসের বড় উৎস। কঠিন পরিস্থিতিতে চাপ সামলে ফিরে আসার ক্ষমতা তাদের আগেও বহুবার দেখা গেছে। ফলে সমর্থকরাও এখনো আশাবাদী যে দলটি শেষ মুহূর্তে আবারও নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে পারবে। সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াও ছিল



লক্ষণীয়। সামাজিক মাধ্যমে অসংখ্য ভক্ত দলকে সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিচ্ছেন। তারা খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করছেন যেন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে জয় তুলে নেওয়া যায়। চেন্নাইয়ের সমর্থকগোষ্ঠী বরাবরই তাদের দলের প্রতি অবিচল সমর্থনের জন্য পরিচিত, এবং এই সময়েও তার দিকে দৃষ্টি দেচ্ছেন। অন্যদিকে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জন্য এই জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের বোলাররা শেষের ওভারগুলোতে অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করেছে। বিশেষ করে ডেথ ওভারে তারা

চেন্নাইয়ের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই জয়ের ফলে তাদের অবস্থানও মজবুত হয়েছে এবং তারা প্লে-অফের দৌড়ে আরও শক্তভাবে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। এই মৌসুমে আইপিএলের সবচেয়ে বড়

তাদের প্লে-অফের স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারে। তবে এই হার সত্ত্বেও সপ্তম স্থানে উঠে আসা প্রমাণ করে যে প্রতিযোগিতার চিত্র কতটা পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, লখনউ সুপার জায়ান্টসের অবস্থান কিছুটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। তারা যদি দ্রুত নিজেদের পারফরম্যান্সে উন্নতি না আনে, তাহলে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ফলে তাদের জন্যও আগামী ম্যাচগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, এই পর্যায়ে মানসিক দৃঢ়তা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র দক্ষতা নয়, বরং চাপের মধ্যে সটিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। চেন্নাইয়ের মতো অভিজ্ঞ দল এই দিক থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারে। সবশেষে বলা যায়, মাঠে পরাজিত হলেও পয়েন্ট টেবিলে এগিয়ে যাওয়া চেন্নাই সুপার কিংসের জন্য এক বিরল এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটি প্রমাণ করে যে আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় প্রতিটি রান, প্রতিটি বল এবং প্রতিটি ছোট মুহূর্ত কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সামনে আরও অনেক নাটকীয় মোড় অপেক্ষা করছে, এবং প্রতিটি দলই শেষ পর্যন্ত নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে।চেন্নাইয়ের জন্য এই মুহূর্তটি একটি সর্বকর্ব্বার্তা এবং একই সঙ্গে একটি সুযোগ। তারা যদি নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তাহলে এখনো প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব। আর যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে এই সামান্য উত্থানই শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। তাই এখন তাদের সামনে একটিই লক্ষ্য-জয় এবং ধারাবাহিকতা।

রিঙ্কুর ‘গডস প্ল্যান’-এ জয় কেকেআরের, রাহানের ব্যর্থতা ও অঙ্কুর নেতৃত্বে বাড়ছে প্রশ্ন

ইডেন গার্ডেন্সে এক নাটকীয় সন্ধ্যায় অবশেষে জয়ের মুখ দেখল কে কে আরা। কিন্তু এই জয় যতটা আনন্দের, ততটাই প্রশ্নে ভরা। একদিকে রিঙ্কু সিং আবারও প্রমাণ করলেন কেন তিনি দলের ‘কিনিসার’ অন্যদিকে অধিনায়ক অজিতা রাহানের ব্যাটিং ব্যর্থতা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। মাত্র ১৫৬ রানের লক্ষ্য-টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যা সাধারণত খুব বড় চ্যালেঞ্জ নয়। কিন্তু সেই লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়েই হিমশিম খেতে হয় নাহিউদের। শুরুতেই ধাক্কা। ওপেনার টিম শূন্য রানে ফিরে যান। তার কিছু পরেই একই পথ ধরেন রাহানা। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ‘ তার আইপিএল ক্যারিয়ারে এক অস্বস্তিকর রেকর্ড তৈরি করেছে। ওপেনার হিসেবে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার তালিকায় এখন শীর্ষে তিনি, সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১২। এই অবস্থায় ম্যাচ কার্যত হাতছাড়া হওয়ার মুখে। মাঝের সারির ব্যাটাররা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও জয়ের রাস্তা তখনও অনিশ্চিত। ঠিক তখনই মঞ্চে আসেন রিঙ্কু সিং। অনেক সময়েপযোগী আক্রমণের এক অনন্য মিশ্রণ। শুরুতে সময় নিয়ে পরিস্থিতি বুঝে খেলেন, তারপর ধীরে ধীরে পিচ বাড়ান। শেষপর্যন্ত একটি ছক্কা মেরে নিজের হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন এবং দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, রান না এলে

চিন্তা হয়। মন ঠিক না থাকলে ভুল শট বেরিয়ে যায়। তবে আমি কখনও শট মারতে ভয় পাই না। আমার লক্ষ্য ছিল শেষ পর্যন্ত থাকা। ঈশ্বর আমার সঙ্গে ছিল। এই ‘গডস

প্ল্যান’-এর কথা রিঙ্কুর মুখে নতুন নয়। আগেও কঠিন পরিস্থিতিতে ম্যাচ জেতানোর পর তিনি এই বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তার এই আত্মবিশ্বাসই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। ইডেনে তার এই ইনিংস শুধু একটি জয় এনে দেয়নি, বরং তার নিজের ফর্মে ফেরারও ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে দলের এই জয়ের আড়ালে থেকে যাচ্ছে কিছু বড় সমস্যা। বিশেষ করে অধিনায়ক রাহানের পারফরম্যান্স এবং তার কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে জোরালোভাবে। ব্যাট হাতে ব্যর্থতা তে রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কিছু অঙ্কুর সিদ্ধান্ত। ইডেনের পিচ ঐতিহ্যগতভাবে স্পিন সহায়ক। সেই পরিস্থিতিতে দলে থাকা সত্ত্বেও

অনুকূল -এর মতো স্পিনারকে কম ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবর্তে মিডিয়াম পেসার কে বল দেওয়া হয়, যিনি মাত্র ২ ওভারে ২৬ রান দেন। অন্যদিকে সুনির্ন এবং বরুন মিলে ৮



পাকিস্তানের হয়ে খেলার যোগ্য নই, মহঃ রিজওয়ান-র বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

ইসলামাবাদ,১৯ এপ্রিল : পাকিস্তান ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে এক অপ্রত্যাশিত মন্তব্য ঘিরে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। জাতীয় দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার মহঃ রিজওয়ান নিজেই স্বীকার করেছেন যে বর্তমান পারফরম্যান্স অনুযায়ী তিনি নাকি দলে খেলার যোগ্য বলে মনে করছেন না। তার এই খোলামেলা মন্তব্য ক্রিকেটভক্ত, সাবেক খেলোয়াড় এবং বিশ্লেষকদের মধ্যে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে-ফর্ম, আত্মসমালোচনা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন রিজওয়ান। একজন উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে তিনি শুধু রান করাই নয়, দলের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার শান্ত স্বভাব, কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতা তাকে দলের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করেছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু ম্যাচে

তার পারফরম্যান্স ওঠানামা করায় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই তার এমন মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে। বর্তমানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড-এর অধীনে পাকিস্তান দল এক ধরনের আত্মসমালোচনার সময় পার করছে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক



সিরিজ এবং গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট গুলোতে প্রত্যাশিত ফল না আসায় দল নির্বাচন, নেতৃত্ব এবং কৌশল নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ভূমিকা এবং নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দেওয়া-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

করাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রিজওয়ানের আত্মসমালোচনামূলক বক্তব্য দলীয় সংস্কৃতির একটি বিরল দিক তুলে ধরেছে। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, রিজওয়ানের এই মন্তব্যকে সরাসরি তার অবনতি হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং এটি তার উচ্চ মানসিকতার প্রতিফলন। একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে তিনি নিজের কাছে যে মানদণ্ড স্থির করেছেন, তা পূরণ না করতে পারলে নিজের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন। গত কয়েক বছরে তার পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দলের ভরসা ছিলেন। ইনিংস গড়ে তোলা, চাপের মধ্যে খেলা এবং স্ট্রাইক রোটেসন-এই দিকগুলোতে তার দক্ষতা অনস্বীকার্য। তার এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক।